হামাসের সঙ্গে আলোচনার দাবিতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ

সারে-জমিন

'ছাত্রশূন্য' সিনিয়র মাদ্রাসায় ১০জন শিক্ষক!

রূপসী বাংলা

একনায়কত্ব বা গণতন্ত্র, ইউরোপের ভবিষ্যৎ কোন পথে

সম্পাদকীয়

বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগোতে হবে: সিদ্দিকুল্লাহ

সাধারণ

২০০ বল হাতে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩
১ পৌষ ১৪৩০
৪ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 340 ■ Daily APONZONE ■ 18 December 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

নাগপুরে বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: মহারাষ্ট্রের নাগপুর জেলায় বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে নয়জন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পিটিআইকে জানিয়েছেন, সকাল ৯টার দিকে বাজারগাঁও এলাকায় সোলার ইন্ডাস্ট্রিজের কাস্ট বুস্টার ইউনিটে বিস্ফোরণটি ঘটে। এতে নয়জন নিহত হয়েছেন বলে জানান তিনি।
কোন্ধালি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের সময় ওই ইউনিটে ১২ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন কোন্ধালি থানার এক আধিকারিক। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছেন এবং নয়জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। রাজ্য সরকার মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেবে এবং মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন।
ফড়নবীশ জানিয়েছেন, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজের বিস্ফোরণে ছয় জন মহিলা-সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটি একটি সংস্থা যা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ড্রোন এবং বিস্ফোরক তৈরি করে।
তিনি বলেন, এই দুঃখজনক সময়ে রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। আমি নাগপুরের কালেক্টর এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আইজি, এসপি এবং কালেক্টর ঘটনাস্থলে রয়েছেন। সোলার ইন্ডাস্ট্রিজের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার আশিস শ্রীবাস্তব সাংবাদিকদের বলেন, কয়লা খনিতে ব্যবহৃত বুস্টার তৈরির ভবনে এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, পণ্যটির সিলিং কাজ চলার সময় এ ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শ্রমিকদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দিল্লিতে পৌঁছলেন তৃণমূল নেত্রী

সংসদে হামলার ঘটনা 'গুরুতর বিষয়': মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি রবিবার তিন দিনের সফরে দিল্লিতে পৌঁছেছেন, যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তাঁর দলের সাংসদদের সাথে দেখা করবেন এবং বিরোধী দল ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে যোগ দেবেন।
কলকাতা ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া কেন্দ্রীয় তহবিল রে জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। তারা (কেন্দ্র) আমাদের তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে এবং আমাদের পাওনা পরিশোধ করতে ইচ্ছুক নয়। বাংলাই একমাত্র রাজ্য যার তহবিল আটকে দেওয়া হয়েছে। মমতা বলেন, আমরা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব এবং আমরা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব। এটি (প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের) একটি অংশ হবে। এই কারণেই আমি দিল্লি যাচ্ছি।
তিনি ১৩ ডিসেম্বর সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন এটি একটি "গুরুতর বিষয়"।
জাতীয় রাজধানীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং মঙ্গলবার তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্সের (ইন্ডিয়া) বৈঠকে অংশ নেবেন।
পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া কেন্দ্রীয় তহবিল ইস্যুতে ২০ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন তৃণমূল সাংসদের সাথে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে দেখা করার কথা রয়েছে। সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় বলেন, একটি বড় ত্রুটি ছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই তা স্বীকার করেছেন।
উল্লেখ্য, ২০০১ সালে পার্লামেন্টে সন্ত্রাসী হামলার বর্ষপূর্তিতে বড় ধরনের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের সময় দুই ব্যক্তি জিরো আওয়ারের সময় পাবলিক গ্যালারি থেকে লোকসভার চেম্বারে ঝাঁপিয়ে পড়েন, ক্যানিস্টার থেকে হলুদ রঙের ধোঁয়া বের করেন এবং স্লোগান দেন।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দাবি করেন, বিরোধী দলের সদস্যরা যারা লঙ্ঘনইস্যুতে আওয়াজ তুলেছিলেন তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। এর জন্য ডেরেক ও'ব্রায়েন (তৃণমূল সাংসদ) এবং আরও ১৪ জন বিরোধী সাংসদকে সংসদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। শনিবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ১৩ জন বিরোধী দলের সদস্যকে সাসপেন্ড করার বিষয়টি নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ইস্যুতে তাদের বিক্ষোভের সাথে যুক্ত বলে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেন, সংসদের পবিত্রতা সমুন্নত রাখার জন্যই তাদের সংসদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
তিনি বলেন, সংসদের নতুন ভবন উদ্বোধনের সময়, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা সংসদের ভিতরে প্ল্যাকার্ড আনা থেকে বিরত থাকব এবং আমরা হাউসের ওয়েলে হট্টগোল করব না।
স্পিকার বিড়লা বলেন, এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে কিছু সদস্য এবং রাজনৈতিক দল এই সদস্যদের সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তকে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের সাথে যুক্ত করছে। নিরাপত্তা ভঙ্গের মূল হোতা ললিত ঝা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব শাখার সঙ্গে যুক্ত বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়ে কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে ঝাড়খণ্ড বা অন্য কোনও রাজ্যের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক রয়েছে, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত নই বলে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা অবশ্য ১৩ ডিসেম্বরের ঘটনার 'নিরপেক্ষ তদন্ত' দাবি করেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মন্তব্য করার সময় আমাদের অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে। তাদের (বিজেপি) অভ্যাস রয়েছে বাংলাকে কলঙ্কিত করা এবং উপদ্রব ছড়ানো। বাংলা কোনও ধরনের অন্যায়কে সমর্থন করে না।
স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে গেরুয়া রঙে রঙ করার কেন্দ্রের নির্দেশের কথা উল্লেখ করে তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করেন এবং অভিযোগ করেন যে দলটি এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে যে লোকেরা কী খাবে বা কী পরবে।
তিনি বলেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত মেট্রো স্টেশনকে গেরুয়া রঙ করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির সুকনার সমস্ত বাড়ি গেরুয়া রঙ করা হয়েছে দেখে আমি অবাক হয়েছি। এ বিষয়েও আমরা আওয়াজ তুলব।
মমতা প্রশ্ন তোলেন, আমরা কেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে গেরুয়া রং করব? আমরা ইতিমধ্যে সেগুলি নীল এবং সাদা রঙে রঙ করেছি যা আমাদের দলের রঙ নয়, আমাদের রাজ্য সরকারের ব্র্যান্ড। আমরাই প্রথম একটি রঙিন কোড শুরু করেছিলাম। প্রতিটি জায়গায় কি আমাদের বিজেপি দলের লোগো লাগাতে হবে এবং বিজেপির রঙে রঙ করতে হবে? মমতার মতে, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

ইভিএমের 'অপব্যবহারে' বিজেপির জয়, মন্তব্য সপা নেতা মৌর্যের

আপনজন ডেস্ক: সমাজবাদী পার্টির নেতা স্বামী প্রসাদ মৌর্য রবিবার অভিযোগ করেছেন, বিজেপি সাম্প্রতিক রাজ্য নির্বাচনে জিতেছে। এছাড়া ২০২২ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলকে নিশানা করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) "অপব্যবহার" করেছে। সমাজবাদী পার্টির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক মৌর্য জেলার রসরা এলাকায় বৌদ্ধ সম্মেলনের ফাঁকে সাংবাদিকদের বলেন, আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, ইভিএমের অপব্যবহার করে বিজেপি নির্বাচনে জিতছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তিনি বলেন, "এই জয় (প্রধানমন্ত্রী) মোদী বা মোদীর ক্যারিশমার নয়, ইভিএমের অপব্যবহারের। আর ২০২২ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ইভিএমের অপব্যবহার না হলে রাজ্য থেকে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

'ইউপি জোড়ো যাত্রা'য় কংগ্রেস মুসলিমদের কাছে পৌঁছতে চায়

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস দল ২০ শে ডিসেম্বর থেকে 'ইউপি জোড়ো যাত্রা' শুরু করছে, আগের ভারত জোড়ো যাত্রার মতোই, রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পৌঁছানোর জন্য যেখানে প্রচুর মুসলিম ভোটার রয়েছে।
বুধবার সাহারানপুর থেকে যাত্রা শুরু হয়ে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে লখনউতে শেষ হবে, ১১টি জেলা ও ১৫টি সংসদীয় আসন অতিক্রম করে। ১১ টি জেলার মধ্যে সাতটি - মোরাদাবাদ, বেরেলি, বিজনোর, সাহারানপুর, মুজফফরনগর, আমরোহা এবং রামপুরে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এই জেলাগুলির প্রতিটিতে মুসলমানরা জনসংখ্যার ৩৫% এরও বেশি, যা একসাথে দশটি সংসদীয় আসনের জন্য দায়ী।
উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অনিল যাদব দ্য হিন্দুকে বলেন, "এটা সত্য যে, যে সব জেলার মধ্য দিয়ে যাত্রা হবে, তার বেশির ভাগই মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে এবং আমাদের যাত্রাচলাকালীন আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করব এবং তাদের অভিযোগ শুনব, কারণ তারাও সমান নাগরিক।
উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে খবর 'ইউপি জোড়ো যাত্রা' অংশ নিতে পারেন রাহুল গান্ধী। এই যাত্রায় দলের নেতারা জাতি বা ধর্মীয় বিভাজন নির্বিশেষে বিভিন্ন

নাগরিকের সাথে দেখা করবেন। যাদব এ বিষয়ে বলেন, যে অঞ্চল দিয়ে যাত্রা হবে, তা কৃষক, কারিগর এবং সেনাসদস্যদের একটি অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়। আমরা তাদের কথা শুনব এবং ডাবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী এবং দরিদ্র বিরোধী নীতি সম্পর্কে তাদের সংবেদনশীল করব।
কংগ্রেস নেতারা প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির অল্প সময়ের জন্য রাজ্য যাত্রায় যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করেননি। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের সমস্ত শীর্ষ নেতারা এই যাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন।
মোরাদাবাদের জনসংখ্যার প্রায় ৪৭%, রামপুরে প্রায় ৫১%, বিজনোরে ৪৩%, সাহারানপুরে ৪২%, মুজাফফরনগর ও আমরোহায় ৪১% এবং বরেলিতে প্রায় ৩৫%। যাত্রার পথে অন্যান্য জেলাগুলি হ'ল শাহজাহানপুর, সীতাপুর, লখিমপুর খেরি এবং লখনউ। বিজনোর, সাহারানপুর এবং মুজফফরনগরের মতো নির্বাচিত জেলাগুলিতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দলিত রয়েছে।
এই যাত্রা প্রতিটি জেলায় দু'দিন কাটাবে, সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে প্রতিদিন চারটি ইন্টারেক্টিভ সেশন ব্যয় করবে এবং পায়ে হেঁটে প্রতিদিন ২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে। যাত্রার জন্য নিযুক্ত জেলা দায়িত্বপ্রাপ্তরা আরও ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে দলটি ২০২৪ সালের সংসদ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেখানে অনেক প্রাক্তন সাংসদ এবং বিশিষ্ট মুখকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রদীপ জৈন আদিত্যকে সাহারানপুরে, প্রাক্তন বিধায়ক ইমরান মাসুদকে বিজনোরে, প্রাক্তন সাংসদ জাফর আলি নাকভিকে শাহজাহানপুরে এবং চারবারের সাংসদ রবি প্রকাশ ভার্মাকে সীতাপুরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অযোধ্যায় বাবরির বিকল্প মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হতে পারে আগামী মে মাসে

আপনজন ডেস্ক: অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলার রায়ে প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণের কাজ মে মাসে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে অযোধ্যার ধন্নিপুরে বাবরির বিকল্প মসজিদ নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টও তহবিল সংগ্রহের জন্য ফেব্রুয়ারি থেকে বিভিন্ন রাজ্যে ইনচার্জ নিয়োগ করতে চায়।
২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দেয় এবং হিন্দুদের পবিত্র শহরে মসজিদ নির্মাণের জন্য বিকল্প প্লট খুঁজে বের করার রায় দেয়।
২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের পবিত্রতা অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও মসজিদের নির্মাণ কাজ এখনও শুরু হয়নি।
ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশনের চিফ ট্রাস্টি জুফার

ফারুকি বলেন, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ মসজিদের চূড়ান্ত নকশা তৈরি হয়ে যাবে।
ফেব্রুয়ারিতে কমপ্লেক্সে সাইট অফিস স্থাপন করা হবে।
উত্তরপ্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ফারুকি পিটিআইকে বলেন, আশা করা হচ্ছে আগামী বছরের মে মাসে আমরা মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারব। ফারুকি বলেন, মসজিদের নকশায় 'আমূল' পরিবর্তন এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার পরে নতুন আনুষ্ঠানিকতার কারণে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ অযোধ্যা মসজিদের নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। মসজিদটির প্রাথমিক নকশা ভারতে নির্মিত মসজিদের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। যাইহোক, এটি প্রত্যাখ্যান করার পর একটি নতুন নকশা প্রস্তুত করা হয়। তিনি বলেন, মসজিদটি আগের ১৫ হাজার বর্গফুটের পরিবর্তে ৪০ হাজার বর্গফুটের ওপর নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবিত মসজিদ এবং অন্যান্য ভবনের একটি মানচিত্র ২০২১ সালে অযোধ্যা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। চলতি বছরের মার্চে এটি অনুমোদিত হয়। আইআইসিএফ এর আগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির অনুরূপ মসজিদের জন্য একটি "গ্র্যান্ড" নকশায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
আর্থিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে তহবিল সংগ্রহ অভিযানের সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ফারুকি বলেন, ট্রাস্ট ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তহবিল সংগ্রহ একটি বিশাল কাজ এবং পরিচালনা করা খুব কঠিন। আমরা যা করার চেষ্টা করছি তা হল প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের লোকদের দায়িত্ব দেওয়া। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করবো। বর্তমানে ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত মুম্বাই টিম এই বিষয়ে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে অনুদান দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনলাইনে অনুদান চাওয়া হবে।

Al-Ameen Mission
A socio-academic institution with a difference
Al-Ameen Mission 37 Years in service to the society

Admission Notice 2024-25
English Medium V–IX & XI Sc. (Boys & Girls)
Online Form Fill-up is going on

Last date of application
24 December 2023
Scan QR
Admission Test
7 January 2024

website: www.alameenmission.org

Secondary X std. Exam 2023

Percentage of Marks	No. of Students
100 – 90	37
89 – 80	81
79 – 70	50
69 – 60	30

Higher Secondary XII std. Exam 2023

Percentage of Marks	No. of Students
100 – 90	7
89 – 80	19
79 – 70	21
69 – 60	16

Outstanding Result in NEET-UG (Last 3 years)

Year	Marks 600 & above	Marks 590 & above	Marks 580 & above	Marks 570 & above	Marks 560 & above	Marks 550 & above
2023	275	349	427	502	569	627
2022	231	309	374	433	505	550
2021	140	189	235	294	350	408

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah Central Office: D J 4/9, New Town, Kolkata 700 156
City Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Mobile: 74790 20043/ 59/ 66/ 76/ 79

প্রথম নজর

উচ্ছেদ নোটিশ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা বড়তলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার দুপুরের দিকে হাতিবাগানের অরবিন্দ সরণি ও ডালিমতলা লেনের বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে। ফলে ছুটির দিনে উত্তর কলকাতার বিধান সরণি ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড সংযোগকারী এই অরবিন্দ সরণির এই রাস্তাতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । জানা গিয়েছে,ডালিমতলা লেনে অবস্থিত কর্পোরেশনের কোয়ার্টারের প্রায় ৫০০০ বাসিন্দার কাছে সাত দিনের মধ্যে তাদের ঘর খালি করার নির্দেশ আছে কর্পোরেশন থেকে। যার ফলে এই আবরোধ।অবিলম্বে পুনর্বাসন দিতে হবে এই দাবি নিয়ে কর্পোরেশনের কর্মরত বস্তির বাসিন্দারা প্রায় এক ঘন্টা পথ অবরোধ করে। এরপর স্থানীয় বড়তলা থানার পুলিশ এসে অবরোধ মুক্ত করে।অরবিন্দ সরণি বিক্ষোভ উঠে যাওয়ার পর থানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে বস্তিবাসীরা কলকাতা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই বস্তির মানুষজন নির্বাচনের দাবিতে বড়তলা থানার সামনে দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ দেখায়। এরপর থানা থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় আগামী তিন বছর এই নোটিশ কার্যকর করা হবে না। পাশাপাশি কর্পোরেশনের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে থানা নিজের দায়িত্বে নিয়ে আলোচনা করবে বলে আশ্বাস দেয়। এই কথা বিক্ষোভকারীরা শোনার পর আশ্বস্ত হয়ে বিক্ষোভ তুলে নেয়। তবে বস্তিবাসীদের স্পষ্ট হুমকি, জোর করে উচ্ছেদ করলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবে তারা।

নতুন নার্সারি স্কুল ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: প্রোগ্রেসিভ একাডেমি নামের নতুন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সূচনা হল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের জামিরগাছিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয়। রবিবার দুপুরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এদিন অতিথিরা শিক্ষা বিষয়ক বক্তব্য বক্তব্য রাখেন। কেউ কেউ কবিতা পাঠ করেন।
বিদ্যালয়ের পরিচালক তাহিরুল ইসলাম জানান, ২০২৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে পঠনপাঠন শুরু হবে। এখানে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে।

ডোমকলে ‘ছাত্রশূন্য’ সিনিয়র মাদ্রাসা, অথচ ১০জন শিক্ষক!

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ছাত্রছাত্রী নেই বললেই চলে,অথচ রীতিমত চলছে সিনিয়র মাদ্রাসা। শিক্ষক আছেন দশজন অথচ ছাত্রছাত্রী প্রায় শূন্য। শিক্ষক, শিক্ষিকারা প্রতিদিন মাদ্রাসায় এসে সকলে মিলে শীতের রোদ পোহাচ্ছেন। গল্প গুজব করে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। মাস গেলে সরকারি বেতনের টাকাও গুনে নিচ্ছেন তারা।এমন ভাবেই চলছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের সারাংপুর হিতানপুর আলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। স্কুলে গিয়ে দেখা গেল,পর পর ক্লাসরুম ফাঁকা,চেয়ার,টেবিল বোর্ড রয়েছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর দেখা নেই। তবে একটি শ্রেণীকক্ষে টেনেটুনে পাঁচজন খুদেকে পড়াশোনা করতে দেখা গেছে। তাদেরকেও নাকি এদিক ওদিক থেকে নিয়ে এসে পড়াশোনা করানো হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় অভিভাবকরা। ছাত্রছাত্রী একদম হয় না। রাজ্য সরকারের ঘোষণা মোতাবেক ২০১৩ সালে অনুমোদন পায় ডোমকলের সারাংপুর হিতানপুর আলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। এখানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয় না। এই নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। যদিও এই বিষয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকার দাবি,ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার জন্য সবাই স্কুলে আসে না। ২২ ডিসেম্বর রেজাল্টের পর সবাই স্কুলে আসবে বলে তিনি দাবি করেন। খাতায় কলমে ১৯৫ জন ছাত্রছাত্রী আছে বলে স্কুলের তরফে দাবি করা হয়। কিন্তু বাস্তবে স্কুলে গিয়ে ১৯৫ জন ছাত্রছাত্রীর দেখা মেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,এই স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ এবং স্কুলের রাস্তা তৈরি নিয়ে করা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই বিষয়ে পরিচালন সমিতির সভাপতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তার দেখা পাওয়া যায়নি।

বাঙালিদের কাজের দাবি বাংলা পক্ষের

সেক আনোয়ার হোসেন ●

আপনজন: বাংলার ভূমিপুত্র দের সংরক্ষণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালো পূর্ব মেদিনীপুর বাংলা পক্ষ।মঞ্জুশ্রী মোড় থেকে দূর্গাচক পর্যন্ত মিছিল হয়।মিছিলে অসংখ্য সাধারণ মানুষ হাঁটেন,পরে দূর্গাচক মার্কেটে একটি সভা হয়।মূল বক্তা ছিলেন বাংলা পক্ষের রাজ্য সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়। এরাজ্যের ভূমিপুত্র দের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই আন্দোলন করছে বাংলা পক্ষ।হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ রুখতে তাঁরা আন্দোলন করছে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়েও।এই মুহূর্তে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ভূমিপুত্রদের সংরক্ষণের আইন জারি হয়েছে।এবার বাংলাতেও তা চালু হোক দাবি বাংলাপক্ষের।রবিবার হলদিয়া দূর্গাচক মোড়ে ভূমিপুত্র সংরক্ষণের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে সংগঠনের তরফে বাংলা পক্ষের কেন্দ্রীয় শীর্ষ পরিষদ সদস্য কৌশিক মাইতি বলেন বিজেপি শাসিত গুজরাট,ওয়াই এসআর কংগ্রেস শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশ,তাছাড়া তেলেঙ্গানা,কর্নাটকসহ প্রায় প্রতিটি রাজ্য চাকরি ক্ষেত্রে ভূমিপুত্র সংরক্ষণ করেছে।বাংলাপক্ষের সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় একাধিক দাবিতুলে ধরে বলেন কারা বাংলার ভূমিপুত্র? ১৫-২০ বছর যাঁরা বাংলায় আছে তাঁরাই ভূমিপুত্র। সেক্ষেত্রে সাঁওতাল,কোচ, নেপালি এমনকী বিহারী মারোয়াড়ীরাও ভূমিপুত্র।তাঁদের সমস্ত কিছুতেই অধিকার আছে এবং বাংলা পক্ষের দাবি,বাঙালীর মাইগ্রেশন ৪.৮ শতাংশ।অথচ বাংলায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশের ওপর অবাঙালী চাকরি করে। এই পরিস্থিতিতে বাংলা পক্ষের দাবি,সরকারি ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাকে চাকরি দিতে হবে। পূর্ব মেদিনীপুর বাংলা পক্ষের সম্পাদক সুতনু পন্ডিত বলেন আগামী দিন এই ভূমিপুত্র সংরক্ষণ নিয়ে জোরদার আন্দোলন প্রতিটি জেলা জুড়ে চলবে।

মেদিনীপুরে ১০২ টি ইটভাটার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: শিকেয় উঠেছে আবাস প্লাস প্রকল্প। দুর্নীতি ইস্যুতে কেন্দ্রের অনুদান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কর্মহীন হাজার হাজার শ্রমিক। চরম দুশ্চিন্তায় ইটভাটার মালিকেরাও। তাই চলতি মরশুমে জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বন্ধের মুখে বহু ইট ভাটা। কাজ হারিয়েছি ইতিমধ্যে হাজার হাজার ইট ভাটার শ্রমিক।পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বর্তমানে ১০২ টি ইট ভাটা চলতি বছরে বন্ধ বলে দাবি ইটভাটা মালিক সংগঠনের। জানা যায়, আবাস প্লাস যোজনার লক্ষ্যে কোটি কোটি ইট বানিয়েছিলেন ভাটা মালিকেরা। বছর ঘুরলেও সেই ইট মজুদ রয়েছে এখনো। এর ফলে নতুন ইট তৈরির ঝুঁকি নিচ্ছে না ভাটার মালিকেরা। তার ফলে কর্মহীন হয়ে পড়েছে হাজার হাজার শ্রমিক। সাধারণত নভেম্বর মাস থেকে ইট তৈরির মৌসুম শুরু হয়ে যায়। ইটভাটা মালিক সংগঠন সূত্রে খবর, রাজ্য জুড়ে প্রায় ৯০ শতাংশ ভাটার ইট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এখনো। অথচ নভেম্বর গড়িয়ে ডিসেম্বর মাস মাঝামাঝি এসে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর ,ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুরেই প্রায় ৭০০ র বেশি রয়েছে ইটভাটা। চলতি বছরের গোড়ায় আভাস প্লাস যোজনায় জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মেনে দুই মেদিনীপুর জেলায় প্রায় দুই লক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য প্রায় ৬২ কোটি ইট তৈরী করেছিল ভাটা মালিকেরা। এমনই দাবি ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।
আর আবাস যোজনার বাড়ি না হওয়ায় এবছর শেষ হতে চললেও এখনো মজুদ রয়েছে সেই ইট। আর এই ইট মজুদ থাকার কারণে ভাটা মালিকদের টাকা ও আটকে রয়েছে। তাই ভাটাতে এ বছর জ্বলবে না আগুন। কর্মহীন হাজার হাজার শ্রমিক। জানা গেছে ,এক একটি ভাটাতে কম করেও দুই থেকে তিন শত শ্রমিক বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকত। কর্মহীন হলো তারা। সকলেই এখন তাকিয়ে রয়েছে কবে ইট ভাটা চালু হয়।আর এই ইটভাটা বন্ধ নিয়েই ইতিমধ্যে বিজেপি তৃণমূলের নেতারা একে অপরের উপরে দোষারোপ করতে শুরু করেছে। চলছে দোষারোপের পালা। কিন্তু কবে ফের আগুনের আঁচ পড়বে ইট ভাটায় সে প্রশ্নের উত্তর অধরা।

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বারুইপুরের বলবনে

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন:এক তৃণমূল কর্মী কে পিটিয়ে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বলবন এলাকায়। নিহতের নাম সইদুল শেখ(৪০)। নিহতের পরিবারের অভিযোগ এলাকায় খেলার মাঠকে কেন্দ্র করে বিবাদ ছিল। সেই বিবাদের জেরেই সইদুলকে শনিবার রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লাঠি, রড দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়, ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করা হয় । ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লে তাঁকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা।
এরপর পরিবারের সদস্যরা রাতেই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়, অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানেই রবিবার ভোরে মৃত্যু হয় সইদুলের।
ঘটনার খবর এলাকায় পৌঁছতেই সেখানে নেমে আসে শোকের ছায়া। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকার একটি মাঠ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গণ্ডগোল ছিল। সেই মাঠে নিজের গাড়ি রেখেছিল সইদুল। সেই কারণে আইজুল, সাদ্দাম, খোকন, কালো, সাগিররা তাঁকে বেধড়ক মারধর করে, ভারত অস্ত্র দিয়ে তাকে মারা হয় । এমনকি পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে অভিযুক্তরা।
পুলিশের আরও অনুমান সইদুলের প্রতিপত্তি বাড়ছিল বিগত কয়েক বছর ধরে। সেটাই সহ্য করতে পারছিল না অভিযুক্তরা। সেই কারণে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। এলাকায় দক্ষ সংগঠন তৈরি করেছিল সইদুল। তাঁর নেতৃত্বেই গত পঞ্চায়েতে এই এলাকায় বিজেপি, সিপিএম দাঁত ফোটাতে পারেনি।
সেই কারণেই পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্বের। এই ঘটনায় পুলিশ ১২ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিরোধীরা।
বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন, সেই সঙ্গে এই অপরাধের সাথে যুক্ত সকল অপরাধীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন প্রশাসনকে।

বাম-কংগ্রেসকে ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল বিধায়ক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিজেপির পর এবার সিপিএম এবং কংগ্রেসকে ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির।রতুয়া দুই ব্লকের সম্বলপুরে ব্লক সম্মেলন থেকে এই হুঁশিয়ারি দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি।
বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, সিপিএমের নেতারা বুক চিতিয়ে আপনার সামনে মমতা ব্যানার্জিকে গাল দিচ্ছে। আপনার বুকের উপর দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জির সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লুট করে নিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে খারাপ কথা বলছে চোর বলছে আর আপনি প্রতিবাদ করছেন না। আপনি কোন টিএমসি,আপনি কোন তৃণমূল। আপনাকে বলতে হবে মমতা ব্যানার্জির সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সিপিএম কংগ্রেস গ্রামের দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা তার প্রতিকার করে তাদেরকে ঘেরাও করতে পারছি না। মানুষের মধ্যে গিয়ে গিয়ে মানুষকে বলতে পারছি না এই চোর সিপিএম এই চোর কংগ্রেস ওর বাড়ির বউ লক্ষ্মীর ভান্ডার পাই, ওর ছেলের সাইকেল পেয়েছে, ওর মেয়ে কন্যাশ্রী পেয়েছে, ও ওখানে বিনা পয়সায় চাল পায়। স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড পাই তবুও মমতা ব্যানার্জিকে গাল দিচ্ছে। ঘেরাও করুন এই ধরনের সিপিএম কংগ্রেসকে।

নারী শিক্ষার উত্তরণে এগিয়ে চলেছে হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসা

এম মেহেদী সানি ● বারাসাত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক অভিভাবক সভা এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা। রবিবার ওই সভায় নারী শিক্ষার উত্তরণ ঘটেতে শিক্ষামূলক আলোচনার পাশাপাশি মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষিত করার জন্য উপস্থিত অভিভাবকদের সচেতনতার পাঠ দেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞ মন্ডলী। হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসার সভাগৃহে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জমিয়ত উলামা হিন্দের সম্পাদক কাজী আরিফ রেজা, গবেষক শফিউল্লাহ কাজী, হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসার মুহতামিম হাফেজ মাওলানা নাসির উদ্দিন প্রমুখ। কাজী আরিফ রেজা সাহেব নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বেগম রোকেয়া সহ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখা মহীয়সী রমণীদের কথা তুলে ধরেন মাদ্রাসার ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন কাজী আরিফ রেজা। নারী শিক্ষার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন গবেষক শাফিউল্লা কাজী। মাদ্রাসার প্রধান হাফেজ মাওলানা নাসির উদ্দিন জানান, ‘রাজ্যের বেসরকারি মেয়েদের মাদ্রাসা সংগঠন ‘তানজিমুল মাদারিস লিল বানাত’-এর মেধা পরীক্ষায় হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসার দু’জন ছাত্রী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে, পাশাপাশি সিরাত ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় আমাদের প্রতিষ্ঠানের তিনজন শিক্ষার্থী কৃতিত্ব অর্জন করায় সকল ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে কৃতিদের অলংকার দিয়ে সংবর্ধিত করেছি। পাশাপাশি নবম শ্রেণীর ১৪ জন শিক্ষার্থীর হাতে সবুজ সাথী সাইকেল তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ৯ জন শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে আজ কুরআন পড়ার সূচনা করলো।’ রাজ্যে শিক্ষা মানচিত্রে আগামী দিন হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন শিক্ষা মহল।
জানা গিয়েছে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বারাসতের হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসায় পঠন পাঠনের কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ গবাদি পশু, পুড়ে ছাই গোয়াল ঘর

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: গভীররাতে আগুনে পুড়ে ছাই গোয়ালঘর।মৃত একাধিক গবাদি পশু।ক্ষতি লক্ষাধিক টাকা।অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর -১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর গ্রামে।সোনিয়া বেওয়া নামে এক বিধবার বাড়ির গোয়ালঘরে এই আগুন লাগে বলে খবর।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,শনিবার সন্ধ্যায় গোয়াল ঘরে মশা তাড়ানোর জন্য সাজাল জ্বালিয়েছিলেন ওই মহিলা। গভীররাতে গোয়ালঘরে হঠাৎই আগুন লেগে যায়।বাড়ির সদস্যরা প্রথমে বিষয়টি দেখতে পাননি। পোষ্যদের চিৎকারেই ঘুম ভাঙে তাঁদের ও পাড়া প্রতিবেশীদের। দাউ দাউ করে তখন জ্বলছিল গোয়ালঘর।স্থানীয়রা ছুটে এসে নলকূপ ও পুকুর থেকে বালতি ও গামলা করে জল এনে ঢালা শুরু করেন।কিন্তু কোনওভাবেই গোয়ালঘরের ভিতরে ঢোকা সম্ভব হয়নি।পোষ্যদের জ্যান্ত চোখের সামনে জ্বলে ছাই হতে দেখেন বাড়ির মালিক।যতক্ষণে আগুন নেভানো সম্ভব হয়,গোয়াল ঘরের আশি শতাংশই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।গোয়াল ঘরে থাকা ১৪ টি ছাগল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় এবং একটি গরু পুড়ে যায়।তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নেভানো সম্ভব হলে দমকল অফিসে ফোন করেননি কেউ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

‘অস্তিত্বের খোঁজে’ পত্রিকা প্রকাশ করল ঈদ সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: রবিবার অবিভক্ত মেদিনীপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ - এর আয়োজিত ‘অস্তিত্বের খোঁজে’ ঈদ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ হল মেদিনীপুর শহরের ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি হল-এ । এটিই দ্বিতীয় বর্ষ ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হল।”অস্তিত্বের খোঁজে” পত্রিকা মোড়ক উন্মোচন করেছেন লেখক ,প্রাবন্ধিক ড. লায়েক আলি খান ,মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লেখিকা ,সমাজসেবী রোশেনারা খান ,কবি আবু সামাদ ,সমাজসেবী শেখ আব্দুল খালেক ,গল্পকার পাহাড়ি খান ,কবি সেক রজব আলি ,কবি অরুপ গোস্বামী ,প্রাবন্ধিক একরামূল হক শেখ প্রমুখগণ। অবিভক্ত মেদিনীপুরে মুসলমান সমাজের সাহিত্য চর্চা ,চিন্তা চেতনার উত্তরণের রূপরেখা শিরোনামে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন ড. লায়েক আলি খান ,একরামূল হক শেখ ,ওয়াহেদ মির্জা (সহ- সম্পাদক),রোশেনারা খান ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক সেক আবুল সাহেব বললেন আগামী দিনে আমাদের কাজকর্ম সমাজে মধ্যে সম্মস্বয় আনবে এবং আমাদের সাহিত্য চর্চা সহাবস্থানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অস্তিত্ব রক্ষা করবে৷ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আলিমুদ্দিন মল্লিকাসভা সঞ্চালনা করছেন সেক সাব্বির হোসেন এছাড়া কবিতা পাঠ করেছেন আবু সামাদ ,শিশির আচার্য , রমজান আলি ,সৈয়দ রউফ আলি ,কামরুজ্জামান খান,সেক রাজেশ আলি৷ সংগঠনের অন্যতম সদস্য মুহাম্মদ সামসের খান ,গবেষক মুখরেজা খাতুন, মৌমিতা খাতুন,সেক সাদেক আলি, কবি জহর আলম।

হলদিয়ায় সৈয়দ রুহুল আমিন

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় ‘প্রভার ডাক’ শীর্ষক এক সভার আয়োজন করে ‘আইমা’র সুতাহাটা ইউনিট। বক্তব্য রাখেন আইমার সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন।
ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

নদিয়ায় বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু দুজনের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু দুই পাচারকারীর। কৃষ্ণগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গোবিন্দপুর এলাকায় শনিবার রাত্রিতে বিএসএফের গুলিতে ২ পাচারকারীর মৃত্যু হয় । সূত্র মারফত জানা গেছে রাত্রি বারোটা নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ২ পাচারকারী তার কেটে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে বিএসএফ তা রোখার চেষ্টা করে । বিএসএফের কথায় কোন কর্ণপাত না করে উপরন্ত বিএসএফকে আঘাত করার চেষ্টা করলে বিএসএফ নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হয় বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে। বিএসএফ গুলির চালাতে বাধ্য হলে সেই গুলিতেই মৃত্যু হয় ২ পাচারকারীর।পাচারকারীদের কাছ থেকে তার কাটার কাটারি , টচ লাইট ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেছে বিএসএফের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জোওয়ানরা এরপর কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খবর দিলে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ।পুলিশের পক্ষ থেকে ২ পাচার পাচারকারীর মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে । কর্তব্যরত চিকিৎসক ২ পাচারকারীকে মৃত ঘোষণা করে । এরপর মৃতদেহ দুটি নিয়ে আসা হয় কৃষ্ণগঞ্জ থানায় রবিবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে বলে জানা গেছে পুলিশ প্রশাসন সূত্রে।

বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ মৎস্যজীবি

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: আবারও বাঘের আক্রমণ। এক মৎস্যজীবিকে তুলে নিয়ে গেল সুন্দরবনের বাঘ।নিখোঁজ মৎস্যজীবির নাম মৃত্যুঞ্জয় সুতার(২৮)।নিখোঁজ মৎস্যজীবির বাড়ি সুন্দরবন ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত ৪ নম্বর আশ্রম পাড়ায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সুতার ও তার তিন সঙ্গীসাথী কে নিয়ে বুধবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরার জন্য।
শনিবার বিকালে তারা সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীনস্থ নেতিধোপানির বসুখালি এলাকায় মাছ-কাঁকড়া ধরছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের গহীণ জঙ্গল থেকে একটি বাঘ মৃত্যুঞ্জয় কে আক্রমণ করার জন্য টার্গেট করতে থাকে।সামান্য দূরেই বাঘ রয়েছে ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি মৎস্যজীবিরা।এদিকে চার মৎস্যজীবি আপন মনে মাছ-কাঁকড়া ধরায় মগ্ন।শিকার কে নাগালের মধ্যে পেতেই সুযোগ বুঝে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুঞ্জয়ের উপর। ঘাড় মটকে হিড় হিড় করে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এদিকে তিন সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয় কে উদ্ধার করতে কাঁকড়া ধরার শিক আর গাছের ডাল নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তির বাঘ তার শিকার কোন মতে ছাড়তে রাজী নয়।দীর্ঘক্ষণ চলে বাঘে-মানুষের লড়াই। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তিন সঙ্গীসাথী রণে ভঙ্গদেয়।বাঘ তার শিকার নিয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়।এদিকে বাঘের কবল থেকে সঙ্গীকে উদ্ধার করতে না পেরে তিন সঙ্গী নৌকা চালিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে।মৃত্যুঞ্জয় এর পরিবারকে ঘটনার কথা জানায়। অন্যদিকে এলাকায় আচমকা এমন ঘটনার কথা চাউর হতেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

প্রথম নজর

পবিত্র মসজিদুল আকসায় টানা ১০ সপ্তাহ নামাজে বাধা

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র মসজিদুল আকসায় জুমা আদায়ে মুসল্লিদের প্রবেশে বিধি-নিষেধ অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি পুলিশ। গত ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর পবিত্র এ মসজিদে প্রবেশে আগের চেয়ে কঠোরতা বাড়িয়েছে দখলদার ইসরায়েল। এ নিয়ে গত ১০ জুমার নামাজে পবিত্র আল-আকসা মসজিদে নামাজ আদায়ে বাধা দেওয়া হয়। সর্বশেষ গত ১৫ ডিসেম্বর এ মসজিদে মাত্র সাত হাজার মুসল্লি জুমার নামাজ পড়েন। দোহাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা সূত্রে এ তথ্য জানিয়েছে। জেরুজালেমের ইসলামিক ওয়াকফ বিভাগ জানিয়েছে, 'গত ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মসজিদে আকসায় প্রবেশে কঠোরতা বাড়িয়েছে ইসরায়েলি পুলিশ। আর জুমার দিন তাদের বিধি-নিষেধ আরো কঠোরভাবে পালন করা হয়। সাধারণত এখানে ৫০ হাজারের বেশি মুসল্লি জুমা পড়লেও আজ মাত্র সাত হাজার লোক জুমার নামাজ পড়েছেন। ওয়াকফ বিভাগ আরো জানায়, পবিত্র আকসা মসজিদে শুধু ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মুসল্লিরা প্রবেশ করতে পেরেছেন। মসজিদ ও এর আশপাশের চত্বর ছিল প্রায় মুসল্লিশূন্য। সেখানে মুসল্লিদের ঢুকতে দেয়নি ইসরায়েলি পুলিশ। ফলে তাঁরা আশপাশের সড়কে নামাজ পড়তে বাধ্য হন। এমনকি অনেক স্থানে মুসল্লিদের ওপর হামলা করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে ৪৮ দিন ধরে গাজা উপত্যকায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। এতে ১৯ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়; যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু ও নারী।

গাজায় আটকা পড়েছে ব্রিটিশ এমপির পরিবার

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার কারণে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার একটি ক্যাথেলিক চার্চে আটকা পড়েছে যুক্তরাজ্যের এক এমপির পরিবার।
লিবারেল ডেমোক্রেট এমপি লায়লা মোরান বলেছেন, হলি ফ্যামেলি চার্চে পানি ও খাবারের অভাবে তার পরিবার 'মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে'।
এটি গাজার একমাত্র ক্যাথেলিক গির্জা। যেখানে শনিবার ইসরায়েলি স্নাইপাররা গুলি করে এক মা ও তার মেয়েকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছেন মোরানের স্বজনরা।
জেরুজালেমের লাতিন প্যাট্রিয়ার্কেট থেকে বলা হয়, দুই খ্রিস্টান নারী নাহিদা এবং তার মেয়ে সামার গির্জা প্রাঙ্গনের একটি ভবনের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় ইরায়েল বাহিনী তাদের গুলি করে হত্যা করে।
ইসরায়েল বাহিনীর হামলায় আরো সাতজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
এদিকে ওই গির্জা থেকে লোকজনকে সরে যেতে ইসরায়েলি বাহিনী কোনো ধরণের সতর্কবার্তা জারি করেনি বলেও জানিয়েছে লাতিন প্যাট্রিয়ার্কেট।
নিজের পরিবার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এমপি মোরান বলেন, আমি জানি না তারা বড়দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে কিনা। গাজায় মোরানের পরিবারের ছয় সদস্য রয়েছেন। যাদের মধ্যে গত মাসে মারা যান তার দাদা। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে না পেরে চিকিৎসার অভাবে তার মৃত্যু হয়। বাকি পাঁচজন গির্জায় আটকে আছেন এবং তাদের কাছে খাবার বা পানি নেই।
প্রসঙ্গত, জেরুজালেমের লাতিন প্যাট্রিয়ার্কেট হলো ওই অঞ্চলে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের শীর্ষ আঞ্চলিক কার্যালয়। এটি ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, সাইপ্রাস ও জর্ডান এর ক্যাথলিকদের দেখভাল করে থাকে।

হামাসের সঙ্গে আলোচনার দাবিতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ অব্যাহত

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকার সিজায়া এলাকায় তিন জিম্মিকে ভুলক্রমে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইলি সেনারা। ধারণা করা হচ্ছে, হামাসের হাত থেকে পালাতে সমর্থ হয়েছিলেন এই তিনজন। কিন্তু দখলদার সেনাদের ভুলে করুণ মৃত্যু হয়েছে তাদের। শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) এ ঘটনায় দেশটিতে বড় ধরনের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় জিম্মি মুক্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে ইসরাইল। শনিবার (১৬ ডিসেম্বাবর) বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনাকে 'অবর্ণনীয় দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কারবি বলেছেন, 'এটা দুঃখজনক ভুল।'
জিম্মি হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে শুক্রবার রাতেই তেলআবিবে বড় ধরনের বিক্ষোভ শুরু হয়।
বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিরক্ষা সদর দপ্তরের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় অনেকে নেতানিয়াহু সরকারের প্রতি ক্ষোভ জানিয়ে বক্তব্য দেন। জিম্মিদের মুক্ত করতে হামাসের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগে থেকেই ইসরাইলের ভেতর থেকে চাপ ছিল দেশটির সরকারের ওপর। তিন জিম্মি হত্যার ঘটনার পর এ চাপ আরও বেড়েছে।
একসঙ্গে তিন জিম্মিকে গুলি করে হত্যার ঘটনার পর বিষয়টি তদন্ত করেছে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) একটি দল। তদন্তের প্রাথমিক প্রতিবেদনের বরাতে জিম্মিদের হত্যার বিষয়টি বর্ণনা দিয়েছেন সেনাবাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা।
তিনি বলেছেন, ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন এক সেনা কয়েক মিটার দূরের একটি ভবন থেকে তিন ব্যক্তি বের হয়ে আসতে দেখে তখন থেকে। তাদের তিনজনের কারো শরীরেই কাপড় ছিল না। তিনজনের একজনের হাতে একটি সাদা পতাকা ছিল। তাদের তিনজনকে ওই সেনা হামাসের সদস্য মনে করেন। তিনি সন্দেহ করেন, তাদের ফাঁদে ফেলতে হামাসের সদস্যরা এভাবে বাইরে বের হয়ে আসছে। এমন চিন্তা করে কোনো দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওই তিনজনকে লক্ষ্য করে গুলিবিদ্ধ করেন তিনি এবং 'সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী' বলে চিৎকার শুরু করেন। ওই সেনার গুলিতে তিন জিম্মির দুইজন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। অপরজন তখন হিব্রু ভাষায় 'সহায়তা' চায়। কিন্তু কোনো কথা না শুনেই ওই জিম্মিকে গুলি করে হত্যা করে ইসরায়েলি সেনা। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতির চাপ বাড়ছে ইসরায়েলের নাগরিকদের।

হামাসের গোপন তথ্য জেনেও নির্বিকার ছিলো ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। এরইমধ্যে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, গাজায় স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে শতভাগ বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হামলা থামাবে না তার দেশ।
শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামাসের বিশাল আর্থিক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ২০১৮ সালে জানতে পারে ইসরায়েল। তবে তা নির্মূলে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি তেলআবিব ও এর ঘনিষ্ট মিত্র ওয়াশিংটন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে ইসরায়েলি গোয়েন্দারা হামাসের বিশাল অর্থনৈতিক শক্তি ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত একটি গোপন নথি ও বিস্তারিত বিবরণ হাত পায়। যা সশস্ত্র গোষ্ঠীটি তার সামরিকসহ সবধরনের কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করে থাকে।
হামাসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কম্পিউটার থেকে পাওয়া নথিতে বলা হয়, কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের তালিকা রয়েছে সেখানে।
নথিগুলোর তথ্য ব্যবহার করে হামাসের অর্থ বন্ধের পাশাপাশি এবং তার পরিকল্পনাগুলো শুরুতেই ধ্বংস করে দেয়ার কাজে ব্যবহার করা যেতো।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি গোয়েন্দারা যারা এই গোপন নথিগুলো পেয়েছেন তারা নেতানিয়াহু সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে অবহিত করেছেন। কিন্তু কেউই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।
গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, সুদানে খনি, মুরগি পালন এবং রাস্তা নির্মাণ কোম্পানি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে টুইন টাওয়ার ভবন, আলজেরিয়ার শীর্ষ আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং তুরস্কের শেয়ার মার্কেটে তালিকাভুক্ত একটি লাভজনক আবাসন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে হামাস। তবে নথিতে নাম রয়েছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানও ইসরায়েলি বা যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়নি।
ইসরায়েলি এবং মার্কিন কর্মকর্তারা উভয়ই অর্থবিষয়ক এমন তথ্যবলীকে গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। এতে করে এই কোম্পানিগুলো থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ আয় হামাসের কাছে আসতে থাকে। একই সময়ে ফিলিস্তিনি এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি নতুন অস্ত্র কেনে এবং ইসরায়েলের মূলভূখণ্ডে গত ৭ অক্টোবর সশস্ত্র হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।
ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের অর্থনৈতিক যুদ্ধ বিভাগের সাবেক প্রধান উদি লেভির বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, 'গত ৭ অক্টোবরের হামলায় সবাই গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছে কিন্তু আগেভাগে হামাসের অর্থ বন্ধের চরম ব্যর্থতার বিষয়ে কেউ কথা বলেনি। এই অর্থনৈতিক শক্তিই মূলত হামাসকে এত বড় হামলা চালাতে শক্তি জুগিয়েছে।'

যেভাবে শত শত ফিলিস্তিনিকে বিনা অপরাধে বন্দী করে রেখেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথলেহেমের একটি বাড়ি। এই বাড়িতে মায়ের পাশে বসে চোখ ডলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছিল ইয়াজেন আলহাসনাত। প্রায় পাঁচ মাস আগের এক ভোরে অভিযান চালিয়ে মাত্র ১৭ বছর বয়সী এই ছেলেটিকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় ইসরায়েলি সৈন্যরা। সম্প্রতি হামাসের সাথে জিম্মি বিনিময়ের সময় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ইয়াজেনের আটকের ঘটনাকে "প্রশাসনিক কারণে আটক" বলা হয়েছিল, যেটি মূলত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে আটকের সময় ব্যবহার করে থাকে ইসরায়েল। এটি ছিল পুরনো একটি ব্রিটিশ আইন, যেটি উত্তরাধিকার সূত্রে দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে ইসরায়েল। এই আইনের অধীনে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই একজন ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাবন্দী করে রাখতে পারে ইসরায়েল। ব্রিটিশ গণমাধ্যমকে বিবিসিকে ইয়াজেন বলেন, তাদের কাছে একটি গোপন ফাইল রয়েছে। কিন্তু তারা আপনাকে বলবে না সেটিতে কী আছে। গত ৭ অক্টোবর হঠাৎ হামলা চালিয়ে হামাস যেসব ইসরায়েলি নাগরিককে জিম্মি করেছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে কিছুদিন আগে ১৮০ জন ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। ঐসব নারী ও শিশুকে দিনের পর দিন বিনা অপরাধে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছিল। কিন্তু এমন এক সময়ে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো, যখন অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ সংখ্যক ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরায়েল। গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে অন্তত ১৩০০ ফিলিস্তিনিকে "প্রশাসনিক আটক" করা হয়েছে, যেটি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। সব মিলিয়ে এই আইনের আওতায় দুই হাজার আটশরও বেশি ফিলিস্তিনি এখন ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী রয়েছে।
ইয়াজেনকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়, তখন তার পরিবারকে সতর্ক করা হয়েছিল এই বলে যে, তারা যেন কোনভাবেই প্রকাশ্যে কোন উদযাপন না করে বা গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা না বলে।
একই ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল আরও দুই কিশোরের পরিবারকে, যারা বিবিসির সঙ্গে কথা বলেছেন। এই তিনটি পরিবারই জানিয়েছে যে, তারা "প্রশাসনিক কারণে আটক" এর বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরতে চায়। ইসরায়েল বলেছে যে, তাদের এই আইনের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।
২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সামরিক বিচার ব্যবস্থার সাবেক পরিচালক মরিস হিরশ বিবিসিকে বলেন, ''আটক হওয়া ফিলিস্তিনিদের আপিলের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতি ছয় মাস পর পর তাদের বন্দী দশার বিষয়টি পর্যালোচনা করার মাধ্যমে ইসরায়েল কেবল আন্তর্জাতিক আইনই মানছে-তা নয়, বরং সেটিকে ছাড়িয়েও গেছে।''
তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, ইসরায়েল যেভাবে আইনটির মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদেরকে আটক করছে, সেটি আসলে অপব্যবহারে পর্যায়ে চলে গেছে। তাছাড়া আটক হওয়া ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ বা কার্যকরভাবে আপিল করার সুযোগ খুব একটা পায় না।
কারণ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য যে ধরনের তথ্য-প্রমাণ দরকার হয়, সেটি সংগ্রহ করার অনুমতি তাদের নেই।
হ্যামোকেডের নির্বাহী পরিচালক জেসিকা মন্টেল বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে 'প্রশাসনিক কারণে আটক' একটি বিরল ব্যতিক্রম হওয়া উচিত। 'হ্যামোকেড' ইসরায়েলের একটি মানবাধিকার সংস্থা, যারা আটক হওয়া ফিলিস্তিনিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকে।
জেসিকা মন্টেল বলেন, "আপনার উচিৎ এটি কেবল তখনই ব্যবহার করা, যখন আপনি চরম বিপদ থাকবেন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা ছাড়া সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, ইসরায়েল একে সেভাবে ব্যবহার করছে না। তারা হাজার হাজার মানুষকে বিনা অভিযোগে আটক করছে এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসনিক কারণে আটকের কথা বলছে।'
ফিলিস্তিনিরা ১৯৪৫ সাল থেকেই প্রশাসনিক কারণে আটক আইনের ভুক্তভোগী। প্রথমে ব্রিটিশদের অধীনে এবং পরে অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে।
অতীতে আইনটি খুব বিরল কিছু ক্ষেত্রে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখন এটি শিশুসহ পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের আটক করার ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।
প্রশাসনিক বন্দীদের শুনানির অনুমতি দেওয়া হয় সামরিক আদালতে, একজন ইসরায়েলি সামরিক বিচারকের সামনে। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে আটককৃত ব্যক্তি বা তাদের আইনজীবীদের কাছে আটকের স্বপক্ষে কোন তথ্য-প্রমাণ প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না।
এরপর আটক হওয়া ব্যক্তিদের ছয় মাস পর্যন্ত সাজা হতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অবৈধ অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের রক্ত খারাপ করছে: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: অনিবন্ধিত অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের রক্ত খারাপ করছে মন্তব্য করে আবারো বিতর্কের মুখে পড়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ ধরনের মন্তব্য জেনোফোবিক (বিদেশিদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব) এবং নাৎসি বক্তব্যের প্রতিধ্বনি বলে অভিযোগ উঠেছিল আগেরবারই। ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অভিবাসনবিরোধী একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ট্রাম্প। ২০২৪ সালের নির্বাচনে জিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় যেতে পারলে অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধ এবং বৈধ অভিবাসন নীতি কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। শনিবার নিউ হ্যাম্পশায়ারে একটি প্রচারণা সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন এ রিপাবলিকান নেতা। সেখানে কয়েক হাজার সমর্থকের সামনে তিনি বলেন, ওরা (অনিবন্ধিত অভিবাসী) আমাদের দেশের রক্ত বিষাক্ত করে তুলছে। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়াও এশিয়া, আফ্রিকা, সারা বিশ্ব থেকে তারা আমাদের দেশে আসছে।
ট্রাম্প এর আগে গত সেপ্টেম্বরে দ্য ন্যাশনাল পালস নামে একটি ডানপন্থি ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে 'রক্ত বিষাক্ত করে তোলা' শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন।

আমিরের মৃত্যু: কুয়েতে ৩ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল আহমাদ আল সাবাহ-এর মৃত্যুতে দেশটিতে ৪০ দিনের শোক ঘোষণা করেছে কুয়েত। পাশাপাশি সরকারি অফিসগুলো ৩ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে। দুবাই ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস জানিয়েছে, কুয়েতের রাষ্ট্রীয় নিউজ এজেন্সির (কুনা) বলছে, আগামী বুধবার (২০ ডিসেম্বর) থেকে সরকারী বিভাগের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০১ মি.

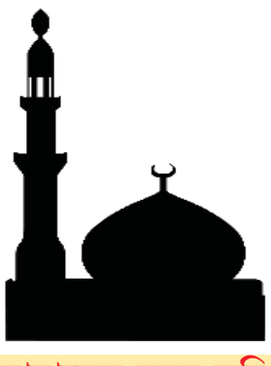

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৪	৬.১১
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৩.২০	
মাগরিব	৫.০১	
এশা	৬.১৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরালো পাকিস্তান

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ বায়ুদূষণ কমাতে প্রথমবারের মত কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরিয়েছে পাকিস্তান।
শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) দেশটির পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে পরীক্ষামূলকভাবে এই কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানো হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত কয়েকদিন ধরে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে লাহোর। এছাড়া সেখানকার বাতাসের বিষাক্ততাও মানুষের সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। কৃত্রিম বৃষ্টি ঝরানোর উপকরণ নিয়ে এদিন দু'টি বিমান লাহোরের ১০টি অঞ্চল দিয়ে উড়ে যায়। এসব উপকরণ মেঘে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

আর্জেন্টিনায় ভয়াবহ বজ্রঝড়, ১৩ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনার উপকূলে ভয়াবহ বজ্রঝড়ের তাণ্ডবে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (১৭ ডিসেম্বর) আটলান্টিক মহাসাগরবর্তী উপকূলীয় শহর বাহিয়া ব্লাঙ্কার মেয়র ফেদেরিকো সুসবিয়েলেস এক এক্স (টুইটার) বার্তায় এই মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, শহরটি বুয়েনস আয়ারস প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তের কাছে অবস্থিত, যা আর্জেন্টিনার শীর্ষ শস্য উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি। এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলির কার্যালয় ভুক্তভোগীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে ও স্থানীয়দের বাড়ির ভেতরে থাকার পরামর্শ দেন। বজ্রঝড়টি আঘাত হানার সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার।
অন্যদিকে কয়েক দশকের মধ্যে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা। এজন্য সম্প্রতি কিছু পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার নতুন অর্থমন্ত্রী লুইস ক্যাপুটো। এরমধ্যে অন্যতম হলো মুদ্রার মান ৫০ শতাংশ কমিয়ে ডলারের বিপরীতে পেসোকে ৮০০ করা, জ্বালানিতে ভর্তুকি কমানো ও সরকারি কাজের টেন্ডার বাতিল করা। ক্যাপুটো বলেছেন, পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদে কষ্টদায়ক হবে, তবে রাজস্ব ঘাটতি মোকাবিলা ও ট্রিপল-ডিজিটের মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার জন্য এটি প্রয়োজন।

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

আমাদের বৈশিষ্ট্য

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০
- বজ্রকলম ২৫০
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০
- ধর্মের সহিস ইতিহাস ১২০
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০
- পুস্তক সম্রাট ৯০
- অনন্য জীবন ১৫০
- মুসাফির ১১০
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০
- সেরা উপহার ৫০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৪০ সংখ্যা, ১ পৌষ ১৪৩০, ২ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

মিথ্যাবাদী রাখাল

সত্যিকার অর্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনস লইয়া বিশ্বের নানা প্রান্তে এই বত্সর চলিয়াছে নানাবিধ তর্কবিতর্ক। কেহ কেহ মনে করেন, এআইয়ের ক্ষমতা যত বাড়িবে সভ্যতা তত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িবে।
আবার কেহ কেহ মনে করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। আমাদের স্বাস্থ্য, চিকিত্সা, শিক্ষা হইতে শুরু করিয়া সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবিত ইতিবাচক ব্যবহার বাস্তবে সম্ভব। কিছু দিন পূর্বে ওয়াশিংটন পোস্টে প্রযুক্তিবিষয়ক কলামিস্ট জেওফ্রি এ ফ্লাওয়ার একটি নিবন্ধে জানাইয়াছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এআই ব্যবহার করা হইতেছে কণ্ঠ তৈরিতে, তহবিল সংগ্রহের ইমেইল ও 'ডিপফেক' ইমেজ তৈরি করিতে—যাহা পূর্বে কখনো ছিল না।
এইদিকে বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান শ্যাক্সের একটি প্রতিবেদন বলিতেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে কাজের এক-চতুর্থাংশই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়া প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। তবে ইহা মুদ্রার একটি দিক। অপর দিক হইল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে নতুন নতুন চাকরির সুযোগ ও উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে নিশ্চিতভাবেই। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব একেক সেক্টরে একেক রকমভাবে পড়িবে। শ্যাক্সের প্রতিবেদন বলিতেছে, কয়েক বত্সরের মধ্যে প্রশাসনিক কাজগুলির ৪৬ শতাংশ এবং আইনি পেশার ৪৪ শতাংশ কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সম্পাদন করা সম্ভব। তবে নির্মাণ খাতের মাত্র ছয় শতাংশ এআই দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। ইতিপূর্বে কয়েকজন চিত্রশিল্পী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন, এআই ইমেজ জেনারেটর তাহাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ক্ষতি করিতে পারে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বের ৬০ শতাংশ শ্রমিক এখন এমন পেশায় রহিয়াছে, যাহার কোনো অস্তিত্ব ১৯৪০ সালেও ছিল না। এইদিকে গত মে মাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে শুনানি হয়। সেইখানে রিপাবলিকান সিনেটর মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের জোশ হাউলি বলিয়াছিলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমনভাবে রূপান্তরিত হইবে, যাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকানদের নির্বাচন, চাকরি ও নিরাপত্তার উপর তাহা প্রভাব ফেলিবে। কংগ্রেসের কী করা উচিত, তাহা বুঝিবার জন্য এই শুনানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ।'
আমরা যতটুকু বুঝিতেছি, নতুন প্রযুক্তি আসিলে শুরুতেই তাহা লইয়া আতঙ্ক এবং অপব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হয়। যখন টেলিফোন ও টেলিভিশন আসিল, তাহা অনেকেই বাঁকা চোখে দেখিয়াছেন। পার্সোনাল কম্পিউটার আসিবার পর উহা লইয়া আশঙ্কা তৈরি হইয়াছিল। আশঙ্কা ছিল ইন্টারনেট লইয়াও। কম্পিউটারে ফটোশপ ব্যবহার করিয়া দুই যুগ পূর্বেই অনেক আপত্তিকর ছবি তৈরির অবতারণা হয়। উহা লইয়া প্রথম দিকে 'গেল গেল' রব উঠিলেও অচিরেই মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, উহা ফেক, নকল। এখন যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করিয়া অনেকের আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও তৈরি করা হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে ভারতের এক অভিনেত্রীর এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়, যাহা এআই প্রযুক্তি দিয়া তৈরি। ব্যাপারটা হইল, চিকিত্সকের শল্যচিকিত্সার জন্য তৈরি করা ছুরি যদি ডাকাত চুরি করিয়া কোনো অপরাধ করে, তাহা হইলে সেই অপরাধের কারণে শল্যচিকিত্সার ছুরিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর মতো!
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়াই রোধ করা সম্ভব। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার মতো। সমাজে অসাধু মানসিকতার ব্যক্তি ও গোষ্ঠী থাকিবেই, তাহার জন্য স্ব স্ব জনপদের সরকারকে প্রযুক্তির হালনাগাদের পাশাপাশি নিজেদেরও হালনাগাদ করিতে হইবে। ইহা এখন নিরন্তর প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিগত আক্রমণ ও সমস্যা আসিবেই। উহাকে মোকাবিলার জন্যও সর্বাত্মক প্রস্তুতি রাখিতে হইবে। তাহার সহিত জনগণকে সচেতন করিতে হইবে, তাহারা যাহাতে মিথ্যা বা ফেক খবরে বিভ্রান্ত না হয়। আসলে যাহারা মিথ্যা ছড়ায়, তাহাদের অবস্থা হয় মিথ্যাবাদী রাখালের মতো। প্রথম প্রথম মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়; কিন্তু মানুষ বোকা নহে, তাহারা একসময় সত্য ঠিকই অনুধাবন করিতে পারে।

বাইডেনের ভেটোয় বিরোধীরা এককাট্টা, তবে কি যুক্তরাষ্ট্রের দিন শেষ?

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে একজন বিপ্লবী বলা যাবে না। তবে ৭৩ বছর বয়সী এই সাবেক পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী যেন বিপ্লবী চে গুয়েভারার মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা উল্টে দেওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণের মিশনে নেমেছেন। গত সপ্তাহে দোহা ফোরামে দেওয়া উদ্বোধনী ভাষণে গুতেরেস অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম ধরে কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার সিদ্ধান্তের যে কড়া সমালোচনা করেছেন তাতে বাইডেনের নাম উল্লেখ করার কোনো দরকার ছিল না। লিখেছেন **পিটার ওসবর্ন**।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে একজন বিপ্লবী বলা যাবে না। তবে ৭৩ বছর বয়সী এই সাবেক পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী যেন বিপ্লবী চে গুয়েভারার মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা উল্টে দেওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণের মিশনে নেমেছেন।
গত সপ্তাহে দোহা ফোরামে দেওয়া উদ্বোধনী ভাষণে গুতেরেস অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম ধরে কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার সিদ্ধান্তের যে কড়া সমালোচনা করেছেন তাতে বাইডেনের নাম উল্লেখ করার কোনো দরকার ছিল না।

দোহার ওই অনুষ্ঠানে গুতেরেস বলেন, 'আমি নিরাপত্তা পরিষদকে মানবিক বিপর্যয় এড়াতে চাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম এবং একটি মানবিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার জন্য আমার আবেদন পুনর্ব্যক্ত করেছিলাম।'
গুতেরেস সেখানে যা বলেছেন, তার মানে দাঁড়ায়,—যদি গাজায় কোনো গণহত্যা ঘটে থাকে, তাহলে তার জন্য জো বাইডেন দায়ী।
অবশ্য ইতিমধ্যেই কেউ কেউ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে 'জেনোসাইড জো' (গণহত্যাকারী জো) বলা শুরু করে দিয়েছেন।
গাজায় ইতিমধ্যেই প্রায় ১৮ হাজার চার শ ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়েছেন। এই সংখ্যা ২৮ বছর আগে স্রেব্রেনিকায় গণহত্যায় নিহত মানুষের সংখ্যার দ্বিগুণ। তাই এটি মোটেও হেলাফেলার বিষয় নয়।
আমি নিজে একজন আইনজীবী নই। তবে গত অক্টোবরে আন্তর্জাতিক আইন ও সংঘাত বিষয়ক আট শতাধিক বিশেষজ্ঞ গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনী গণহত্যা চালাতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।
ওই বিশেষজ্ঞরা ইসরায়েলের সম্ভাব্য হামলার তীব্রতা ও ভয়াবহতা নিয়ে জোরালো প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং তাঁরা ইসরায়েলি নেতাদের গণহত্যা সংঘটনের উসকানি দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন।
তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা যত ভয়াবহ পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে এখন অনেক ভয়ানক।
যদি একটি আন্তর্জাতিক আদালত এই ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার করে এবং তার অস্থায়ী রায় নিশ্চিত করে, তাহলে প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিশ্চিতভাবেই গণহত্যায় মদদ দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবেন। সেই রায় বাইডেনকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়েও ভয়ানক অপরাধে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করবে।
এতে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই, চলতি সপ্তাহেই বাইডেনের তেজ পড়ে গেছে। তিনি দেরি করে হলেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে গাজা যুদ্ধের কারণে জনসমর্থন হারানোর বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং বিলম্বে হলেও ইসরায়েলের নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণকে 'নির্বিচার' বলে উল্লেখ করেছেন।
'নির্বিচার' বোমা হামলা সরাসরি একটি যুদ্ধাপরাধ। আর এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পূর্ণাঙ্গ মার্কিন সমর্থনে এবং মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করেই গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা হয়েছে।
দোহা ফোরামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণার রেশ এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, সেটিকে এড়িয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাধারণভাবে অনুগত দেশ জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, তিনি জাতিসংঘে মার্কিন ভেটোর কারণে অত্যন্ত হতাশ।
সাফাদি বলেছেন, 'ইসরায়েল মনে করছে, তারা খুন-খারাবি করে সহজেই পার পেতে পারে। একটি দেশ সারা পৃথিবীকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাচ্ছে আর সারা পৃথিবী সেই একটি দেশকে থামাতে একেবারেই অক্ষম হয়ে আছে।'
সাফাদি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সেই দেশ যে কিনা ইসরায়েলকে তার যাবতীয় কুকর্মের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে যাচ্ছে।
দোহাতে আমি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের প্রত্যেকেই একমত, শান্তি আলোচনা পরিচালনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে আমেরিকানদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যদিও আন্তর্জাতিক শান্তির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত কে হতে পারে সে বিষয়ে কোনো চুক্তি হয়নি।
তবে এ বিষয়ে চীন তার হাত খুলতে শুরু করেছে। একটি প্যানেল আলোচনায় চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রাক্তন কাউন্সেলর ড. হুইয়াও ওয়াং গাজা ইস্যুতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন।
দোহা ফোরামে 'মাল্টি পোলার' বা বহু পক্ষের একটি গুঞ্জন শোনা গেছে যার অন্তর্নিহিত মানে দাঁড়ায়, মার্কিন আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের সমাপ্তিসূচক এই 'মাল্টি পোলার' শব্দবন্ধটি রাশিয়া এবং ইরান উভয়ের কাছে সুমিষ্ট সংগীতের মতো মনে হতে পারে।
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুসাইন আমিন আবদুল্লাহিয়ান অনলাইনে ওই ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন।
ইতিহাসের এক বিস্ময়কর মোচড়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন নেতানিয়াহুকে যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতাদানের মাধ্যমে তাদের নিজেদের চালু করা কথিত উদার বিশ্ব ব্যবস্থাকেই অসম্মান করেছে।
গাজা পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা দোহা বিতর্কের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল।
সেখানে জাতিসংঘের মহাসচিব গুতেরেস তাঁর আলোচনায় বলেছেন, গাজার ভয়ংকর ঘটনায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের এই ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তিত কথিত উদার বিশ্ব ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নিরাপত্তা কাঠামোর জরুরি সংস্কারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই কাঠামো খুবই দুর্বল এবং পুরোনো। এর মাধ্যমে ৮০ বছর আগেকার একটি অকার্যকর ব্যবস্থা চালু আছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে।
আন্তোনিও গুতেরেস হতাশার সুরে বলেছেন, নিরাপত্তা পরিষদ ভূকৌশলগত বিভাজনে একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
ইতিহাসের এক বিস্ময়কর মোচড়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন নেতানিয়াহুকে যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতাদানের মাধ্যমে তাদের নিজেদের চালু করা কথিত উদার বিশ্ব ব্যবস্থাকেই অসম্মান করেছে।
এই দোহা সম্মেলন দেখিয়েছে, ফিলিস্তিনি জনগণের সাহস, দুর্ভোগ এবং তাঁদের সহিষ্ণুতা বিশ্ব ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে খোদ জাতিসংঘের মহাসচিব সেই ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বাগ্মী কণ্ঠে পরিণত হয়েছেন।

সেখানে জাতিসংঘের মহাসচিব গুতেরেস তাঁর আলোচনায় বলেছেন, গাজার ভয়ংকর ঘটনায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের এই ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তিত কথিত উদার বিশ্ব ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নিরাপত্তা কাঠামোর জরুরি সংস্কারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই কাঠামো খুবই দুর্বল এবং পুরোনো। এর মাধ্যমে ৮০ বছর আগেকার একটি অকার্যকর ব্যবস্থা চালু আছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে অনূদিত
পিটার ওসবোর্ন মিডল ইস্ট আইয়ের নিয়মিত কলাম লেখক

একনায়কত্ব বা গণতন্ত্র, ইউরোপের ভবিষ্যৎ কোন পথে

টিমোথি গার্টন অ্যাশ

ইউরোপীয় কাউন্সিলে এখন উদারবাদ ও জনতুষ্টিবাদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। সামনের বছরগুলো কেমন যাবে, তা নির্ভর করছে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের ওপর।
চলতি বছর ইউরোপের ২০টি দেশ ভ্রমণের সুযোগে আমি দুই ধরনের ইউরোপ দেখেছি। এ মহাদেশের বড় অংশ এখনো ইউরোপ।
বিদ্যুৎগতির ট্রেনে চেপে আপনি একটির পর একটি সীমান্ত পেরিয়ে যাবেন, খেয়ালও করবেন না।
এসব দেশ মূলত উদার গণতান্ত্রিক দেশ, যারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করে নিয়েছে। কিন্তু একটা পুরোনো ধীরগতির ট্রেনে চেপে পূর্ব দিকের দেশগুলোর উদ্দেশে কয়েক ঘণ্টার একটা ভ্রমণ করুন। বোমা হামলা থেকে বাঁচতে আশ্রয়শিবিরে জায়গা নেওয়া মানুষের দেখা পাবেন। সেখানে মারাত্মক আহত সৈন্যদের কাছ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গল্প শুনতে পাবেন।
আমি আমার ফোনে 'এয়ার অ্যালার্ম ইউক্রেন' অ্যাপ রেখেছি। প্রতিদিন এই অ্যাপে যখন ইউক্রেনে বোমা হামলার সংকেত বেজে ওঠে, তখন তা আমাকে অন্য ইউরোপের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের রাজনীতিতে পরস্পরবিরোধী নানা উপাদান আছে। এদের কোনো কোনোটি সম্পর্কযুক্ত, আবার কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র।
ইউরোপীয় অনেক দেশের সরকার আছে যেগুলো কেন্দ্র-বাম বা কেন্দ্র-ডানপন্থী। কখনো কখনো সরকারগুলো আবার বিপরীত ধ্যান-ধারণার দলের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। কিন্তু তারপরও তারা সবাই চায় উদারবাদী গণতন্ত্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যকর থাকুক। এই তো সেদিন পোল্যান্ডে আমরা ডোনাল্ড টাস্কের নেতৃত্বে এমন একটি সরকারকে দায়িত্ব নিতে দেখলাম। উদারবাদী গণতন্ত্রকে ধ্বংসকারী একটি জনতুষ্টিবাদের সরকারকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে তারা।
অন্যদিকে, অতি ডানপন্থী জনতুষ্টি ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। গত বছর জর্জিয়া মেলোনির উত্থান ঘটেছে ইতালিতে, আঞ্চলিক নির্বাচনগুলোয় ভালো ফল করেছে জার্মানির অলটারনেটিভ ফর ডয়েচেল্যান্ড (এএফডি), নেদারল্যান্ডে জিতেছেন খেয়ার্ট ভিল্ডার্স। হাঙ্গেরীয় নেতা ভিক্টর ওরবান এখন আগের চেয়ে বেশি আগ্রাসী। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ইইউর স্বার্থ ও মূল্যবোধবিরোধী কাজ করে চলেছেন। এই দুই ইউরোপ ইইউ সম্মেলনে একটি রাজনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে ইউরোপ কি যুদ্ধের দিকে এগোবে, নাকি শান্তির দিকে, তারা কি একনায়কতন্ত্রের পক্ষে থাকবে, নাকি গণতন্ত্রের পক্ষে? তারা কি বিচ্ছিন্নতা চায়, নাকি ঐক্য। গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের সামগ্রিক অভিযান শুরুর মধ্য দিয়ে প্রাচীর-পরবর্তী যুগের সমাপ্তি ঘটে। এই পর্বের সূচনা হয়েছিল ৯ নভেম্বর, ১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতনের মধ্য দিয়ে। এখন আমরা যে সময়কাল অতিক্রম করছি, তার কোনো নাম বা চরিত্র আমরা এখনো জানি না।
রাজনীতিতে অন্য যেকোনো সম্পর্কের মতো সূচনাটা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫ সালের পরবর্তী কয়েক বছরে ইউরোপ কীভাবে পরিচালিত হবে, তার একটি মানদণ্ড ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। এই মানদণ্ড কয়েক দশক অক্ষুণ্নও ছিল, ঠিক যেমনটি আমরা দেখলাম ১৯৮৯ সালের পর থেকে কয়েক দশক অবধি। বিচক্ষণ ইউরোপীয় নেতারা এ কথা জানেন। হাজারো রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনগুলো এসব নিয়ে ওয়েবিনারে কথা বলছে। জার্মানি ও ডেনমার্কের মতো দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা পাল্টে গেছে।
ন্যাটো থেকে নিরপেক্ষ দূরত্ব বজায় রাখার মনোভাব থেকে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন সরে গেছে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন স্পষ্ট নয়। এ বছরের শুরুতে গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ১৯৪৫ সালের পর ইউরোপে সবচেয়ে বড় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'টুয়েন্টিটুআরস' নামে কোনো নতুন ইউরোপীয় প্রজন্ম তৈরি হবে কি না, যারা উন্নততর ইউরোপ নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে? এরপর এ মহাদেশের যেখানেই আমি গিয়েছি, সেখানেই আমি এই প্রশ্ন করেছি।
যে জবাব এসেছে, তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক না। এমনকি চেক রিপাবলিক ও স্লোভাকিয়াতেও মানুষ মাথা নেড়ে বলেছেন, তাঁরা এমন কিছুর সম্ভাবনা দেখছেন না। আরও পশ্চিমের দেশগুলো যেমন ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল অথবা আয়ারল্যান্ডে এই জবাব সুদৃঢ় 'না'। এর পেছনে একটা কারণ হলো, ১৯৪৫ সালের পর ইউরোপীয় ব্যবস্থার ব্যাপকতা, যা ১৯৮৯ সালের পর আরও ব্যাপক ও গভীর হয়। ন্যাটো ও ইইউভুক্ত দেশগুলো এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে যুদ্ধ তাদের সদর দরজায় এসে পৌঁছতে পারে।
দেশের অভ্যন্তরে সমস্যার পাহাড়, মূল্যস্ফীতির কারণে কল্যাণরাষ্ট্রগুলোয় প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই—এসব কারণে দেশগুলো আমাদের চারপাশের বিকট চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে চাইছে না। হোক তা পূর্ব দিকে চলমান যুদ্ধ, দক্ষিণে অভিবাসনের চাপ, উত্তরের বরফ গলা থেকে শুরু করে পশ্চিমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান। তাদের রাজনীতিকেরাও এ নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে চান না, পাছে নির্বাচনী জয় হাতছাড়া হয়ে যায়!
এই দুই ইউরোপের দ্বন্দ্বের মধ্যে এই বড়দিনের আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিছু সমস্যার সমাধান করতে চায়। এ সপ্তাহের ইউরোপিয়ান কাউন্সিলে ইইউ নেতাদের উচিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা, দেশটিকে সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া (বিশেষ করে, যখন ওয়াশিংটন বিপদে পড়েছে)। কিন্তু ওরবান এ সবকিছুতেই ভেটো দিয়ে বসবেন। তাদের ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়েও আলোচনায় বসতে হবে। এই ইস্যুতেও ইইউ দ্বিধাবিভক্ত এবং এখন পর্যন্ত অকার্যকর। যদিও এই দ্বন্দ্ব আমাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ককে হুমকিতে ফেলেছে। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হলে আমাদের সাড়ে সর্বনাশ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষানীতিও জোরদার করা প্রয়োজন।
এই দুই ইউরোপের মধ্যে আসলে কোনটি টিকে থকবে? বছরজুড়ে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি আমি। কারণ, ঐতিহাসিকদের তো নিশ্চয়ই এসব খবর জানার কথা। কিন্তু আসলে এর জবাব অপরিহার্যভাবে শুধু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে, এমন নয়। পুরোটাই নির্ভর করছে আমাদের ওপর।

নিবন্ধটি গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া ও ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ।

প্রথম নজর

ধমকে চমকে তৃণমূলকে রোখা যাবে না, সভায় দাবি জেলার নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বাংলার কোনায় কোনায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের বাকেয়া টাকা ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা এবং মহাত্মা গান্ধী গ্রাম সড়ক যোজনা-র বাংলার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে। রবিবার উঃ ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ এর নেতৃত্বে দাদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় ভাগ্যবন্তপুর বাজারে প্রতিবাদ সভা থেকে বিরোধীদের তুলোধোনা করেন ব্লক সভাপতি। তিনি বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো প্রত্যেক বুথে বুথে কর্মসূচি পালন করলাম। ১০০ দিনের টাকা ও আবাস যোজনা টাকার দাবিতে বুথে বুথে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছে।জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াকু মুখ তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন বাংলার বঞ্চিত মানুষকে অবহেলিত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমানো যাবে না। তিনি বলেন সম্প্রীতির বন্ধনে বাংলা সংগঠিত মমতা -অভিষেকের নেতৃত্বে। তাই কোন বিরোধী দলের কোন স্থান নেই এখানে। দাদপুর অঞ্চলের প্রধান মনিরুল ইসলাম মনি বলেন সাধারণ মানুষ,মা মাটি মানুষের পাশে আছে। উপপ্রধান তথা লড়াকু নেতৃত্ব আব্দুল হাই বলেন লড়াই জারি থাকবে বিজেপির বিরুদ্ধে বলে তিনি জানান।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার ঘোষ,মান্নান আলী, সাহাবুদ্দিন আলি,আছের আলি মল্লিক, তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ইফতিকার, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

তৃণমূলের ব্লক সম্মেলন কালিয়াচক কলেজ মাঠে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: রবিবার মালদার কালিয়াচক-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ব্লক কনভেনশন কালিয়াচক কলেজ প্রাঙ্গণে। এদিনের ব্লক কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও জল সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তৃণমূল কংগ্রেস মালদা জেলা সভাপতি ও বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, মালদা জেলা পরিষদের ভূমি সংস্কার কর্মদক্ষ আব্দুল রাহমান, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মালদা জেলা যুব সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি শুভদীপ স্যান্যাল, কালিয়াচক-১ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সামিজুদ্দিন আহমেদ, ব্লক যুব সভাপতি সারিউল সেখ সহ প্রত্যেক অঞ্চল প্রধান ও সকল ব্লক এবং অঞ্চল নেতৃত্বরা।

এদিনের কনভেনশন অনুষ্ঠানে প্রত্যেক নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দদের সংবর্ধনা ও বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়। সাবিনা ইয়াসমিন তার বক্তব্যে, প্রধান, উপপ্রধান সহ দলের সকল বুথ অঞ্চল ও ব্লক নেতৃত্বদের কড়া ধমক দেন এবং মানুষের সাথে মিশে কাজকর্ম করার আবেদন রাখেন।

এছাড়াও তিনি বলেন, আমি একটা কালিয়াচক নিয়ে গ্রুপ করব এবং সাধারণ মানুষের সমস্ত চাওয়া পাওয়া অথবা সবরকম সমস্যার সমাধানের কথা ভারচুয়াল গ্রুপের মাধ্যমে সরাসরি জানাতে পারবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মালদা জেলা সভাপতি ও বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, ভারতের একমাত্র নারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বাংলার মানুষের দুয়ারে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে এই জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লাভপুরে তৃণমূলের বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন

আমীরুল ইসলাম ● লাভপুর

আপনজন: লাভপুর হাটতলা ফুটবল ময়দানে তৃণমূলের বুধ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন হয়। কারণ ২০১৪ এ লোকসভা নির্বাচন এই লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে তৃণমূলের বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প কি কি কাজ হয়েছে? কি হয় নাই সেইগুলি পর্যালোচনা করা। এই সম্মেলনে সাংগঠনিক আলোচনা বুধ ভিত্তিক কর্মীদের কাছে রিপোর্ট নেওয়া হলো। লাভপুরে বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা আরো জানান এলাকায় আর কি কি উন্নয়নের প্রয়োজন আছে সেগুলো পর্যালোচনা করা। তিনি আরো জানান এলাকায় লোকসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কত ভোটে লিড দিতে পারবে তার রূপরেখা তৃণমূলের কর্মীরা জানায়। লাভপুরে বিধায়ক কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দেন খারাপ কাজ করলে তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই বুধ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল মহাশয় ও অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ।

‘মীযান’ পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসেসিয়েশন হল-এ

বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগোতে হবে: সিদ্দিকুল্লাহ

মুদাসসির নিয়াজ ● কলকাতা

আপনজন: সাপ্তাহিক ‘মীযান’ পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রবিবার পার্কসার্কাসের সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসেয়েশন হল-এ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মীযান পত্রিকা ৫০ বছর অতিক্রম করে ৫১ বছরে পদার্পণ করেছে।

প্রোগ্রাম শুরু হয় মাওলানা এএফএম খালিদ সাহেবের তাযকির বিল কুরআনের মাধ্যমে। প্রারম্ভিক ভাষণে মীযান এর সম্পাদক ডা. মসিহুর রহমান বলেন, স্বাধীনতার আগে-পরে অনেক পত্র-পত্রিকা তৈরি হয়েছে। অনেকে খুব ভালভাবে সময়োপযোগী কাজও করেছে। আবার অনেক পত্র-পত্রিকা কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। ইসলাম ও মিল্লাতের স্বার্থে সচেতনতা, সঠিক দিশা ও দৃষ্টিকোণ, পথ নির্দেশনা দিতেই মীযান এর পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। ৫০ বছর পরে আজও এই পত্রিকা সাধ্যমতো ইসলামী চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধের ছাপ রেখে চলেছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষামন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের মধ্যে লেখার যে বৈশিষ্ট্য লেখার বিষয়টি অতীতকারেল সময় থেকে চলে আসছে। এমনকী ইসলাম বলছে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে থাকে দুই ফিরিশতা কেরামন কাতেবিন। তারা খাতায় লিখছেন। তিনি বলেন, নবী মুহাম্মদ সা. যন মিরাজে গিয়েছিলেন, তখন নিজের কানে শুনেছিছিলেন ফিরিশতারা খসখস করে লিখছিলেন। আল্লাহর আরশেও কলমে লেখা হয়।

তিনি বলেন, ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য লেখাপড়ার চর্চা করতে হবে।

তিনি বলেন. রাজ্যে প্রায় ৩৩ শতাংশ মুসলমান। সাড়ে ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে সাড়ে ৩৪ হাজার গরামে মুসলিমরা বসবাস করে। মন্ত্রী আরও বলেন, মুখের বাষা হারিয়ে যায়, কিন্তু লেখনী থেকে যায় চিরকাল। মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। একে অপরের ভুল না ধরে বিভেদ ভুলে সবাই এগিয়ে এসে মুসলিম সমাজকে সংঘবদ্ধ হওয়অর যাক দেন। বিশেষ অতিথি রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান বলেন, জলপাইগুড়ির বানারহাট হাইস্কুলে স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে লেখার হাতেখড়ি হলেও সংবাদমাধ্যম ‘মীয়ান’-এর তার সাংবাদিকতা জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। স্মৃতিচারণায় মীয়ানের অবদানের ক্ষেত্রে তিনি নুরুল ইসলাম খান, ফাত্তাহ সাহেব, জাফর সাহেব, আলাউদ্দিন মোল্লা, আবুল হান প্রমুখদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

মীযানের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুহাম্মদ নূরুদ্দিন বলেন, ফিলিস্তিনে মাস দুয়েকের যুদ্ধে যত সাংবাদিককে ইজরায়েলি বাহিনী হত্যা করেছে, তা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। বিআইপিটির ট্রাস্টি মাওলানা তাহেরুল হক বলেনন, সংবাদপত্র পরিচালনায় আর্থিক সমস্যার কারণে অনেক সময় বিজ্ঞাপন ছাপতে হয় অপরাগ হয়ে যেগুলো নীতির সঙ্গে মেলে না। সেটাই পাঠকদের বুঝতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রফিক, বিআইপিটি-র সেক্রেটারি রহমত আলি খান, সেখ নাসির উদ্দীন, মীযান এর প্রকাশক সেখ নাসিম আলি, শাদাব মাসুম, অনন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এস. নওয়াজ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: মেহেদী হাসান প্রমুখ।

এদিন অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক আপনজন পত্রিকার সম্পাদক জাইদুল হক, নতুন গতি পত্রিকার সম্পাদক এমদাদুল হক নূর, বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক এস এম সিরাজুল ইসলাম, বাংলার রেনেসাঁ পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হক, জনতার আদালত পত্রিকার সম্পাদক মত্প্রিউর রহমান, প্রাবন্ধিক সোনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন প্রায় ৫০ জন লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদককে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন অনন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শিল্পী ফারুক আজম, সাদিকুর রহমান প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নূর আলম মোল্লা।

বেগম রোকেয়া ও তহুরুন্নেসার স্মরণসভা

সেখ নুরুদ্দিন ● সোনারপুর

আপনজন: সোনারপুর ব্লকের চাকবেড়িয়া গ্রামে চাকবেড়িয়া সেবা সংঘের সম্পাদক কাজী সিরাজুল ইসলামের উদ্যোগে চাকবেড়িয়া প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বেগম রোকেয়া ও তার আদর্শে অনুপ্রাণিত তহুরুন্নেসার স্মরণসভা।উক্ত আলোচনা সভায় অংশ নেন এলাকার স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা, গৃহবধূরা ও বহু গুণীজন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন- বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদ মুন্সী আবুল কাশেম, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির -ইয়াকুব মোল্লা, গ্রামীন চিকিৎসক কাজী গোওসল, আইনজীবী কাজী কবির, সমাজসেবী সেলিম পিয়াদা প্রমুখ।সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কাজী সামসুল আলম। আলোচনা সভা শুরু হয় বিকেল তিনটে থেকে। আর শেষ হয় প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের পর্দার অন্তরালে থাকা রোকেয়া সম অধিকার ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বঙ্গের নারীদের আহ্বান জানান। কথিত আছে রোকেয়ার অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সেকালে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ শিক্ষার স্বার্থে জমি দান করেছেন। সেখানে বর্তমানে গড়ে উঠেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুন্সী আবুল কাশেম আলোকপাত করতে গিয়ে আরো বলেন,- ”আমাদের মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে তো বটেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সার্থক হবে বেগম রোকেয়া ও তহুরুন্নেসার স্মরণসভা।”

তাম্রলিপ্ত সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ৮২ তম তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হয় তমলুকের নিমতৌড়ীতে।স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংগ্রামীদের স্মৃতিবিজড়িত তমলুকের নিমতৌড়ী স্মৃতিসৌধ অর্থাত্ তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি।১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর সর্বাধিনায়ক বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্ত নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।ব্রিটিশ শাসনকালে এটি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমান্তরাল জাতীয় সরকার।প্রতি বছর ১৭ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয় দিনটি কে।দেশ ভক্তির জন্য একত্রে জমা হয় প্রচুর মানুষ।দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন এলাকার মানুষ।মূলত দেশের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিংবা মানুষের কল্যাণে সর্বদা খেটে যাচ্ছেন এমন মানুষরা আমন্ত্রিত থাকেন এই বিশেষ অনুষ্ঠানে।

দক্ষিণ দামোদর এলাকায় নেই অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: অগ্নিকাণ্ডের জেরে ভস্মিভূত গোয়াল ও বসতবাড়ি। বাড়ির আসবাবপত্র, পোশাক, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, নগদ কিছু টাকা সবই পুরে ছাই হয়ে গেছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডে অল্প বিস্তর আহত হয়েছে গোয়ালে থাকা গবাদি পশুরাও। কোন মানুষের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বাড়ির সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় সর্বশ্রান্ত হয়েছে ওই পরিবার। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈয়ড় গ্রামে। হঠাতই বাড়ির গোয়ালঘর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাড়িতে। এবং সেই আগুনেই ভস্মিভূত হয় বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে পোষাক পরিচ্ছদ, প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও নগদ টাকা সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও । বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীদের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক শর্ট-সার্কিটে ফলেই এই বিপত্তি। বাড়ির মালিক মোজাফফর হোসেন শেখ জানান, শনিবার সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের জেরে গোয়াল ঘর থেকে আগুন সম্পূর্ণ বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে সম্পূর্ণ বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির লোকজন বাইরে বের হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় এবং এলাকাবাসীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে সব পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

প্রতিবেশী শেখ আসমত আলী সহ এলাকাবাসীরা জানান অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রে খবর দেওয়া হলে দমকলের কর্মীরা হাজির হতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়, কারণ এলাকায় কোন অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র নেই। বর্ধমান অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র থেকে আসতে হয় দমকলের কর্মীদের।তাই দক্ষিণ দামোদর এলাকায় একটি অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের অতি প্রয়োজন বলে দাবি তুলছেন এলাকার মানুষেরা।বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পীযুষ সাহা বলেন আজ সোমবার দুয়ারে সরকার শিবির থাকার জন্য গতকাল ওই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারি নি।দুয়ারে সরকার শিবির হয়ে যাওয়ার পর অতি অবশ্যই পরিবারের পাশে দাঁড়াব।ওই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য কে নির্দেশ দিয়েছি পরিবারের পাশে থাকার জন্য।

শীতের মরশুম শুরু হতেই খেজুর গাছের রস সংগ্রহে ব্যস্ত শিউলিরা

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা.হারবার

আপনজন: শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কদর বেড়েছে খেজুর গাছের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার ডায়মন্ড হারবার, জয়নগর, কুলতলী কাকদ্বীপ, সাগর সহ বিভিন্ন প্রান্তে চলছে খেজুর গাছ কেটে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরির কাজ। শীতের মরশুম শুরু হতেই বাড়ছে নলেন গুড়ের চাহিদা। খেজুর রস ফুটিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ঝোলা গুড় কিম্বা পাটালি। শীতের আবহে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ঘরে ঘরে খেজুর রস দিয়ে তৈরি হয় হরেক রকমের পিঠে ও পায়েস। পাশাপাশি খেজুরের গুড় দিয়ে তৈরি হয় নানান পিঠেপুলি। তাই লক্ষী লাভের আশায় খেজুরের রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরিতে ব্যস্ত এক শ্রেণীর মানুষ।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বাজারে পাওয়া যাবে নতুন খেজুর গুড়। গ্রামে গ্রামে পাওয়া যাবে খেজুরের রস দিয়ে পিঠে, পায়েস সহ নানা মুখরোচক খাদ্য। খাবার তৈরির ধুম লেগে যাবে গ্রামে গ্রামে। শীতের আগমনী বার্তা গ্রাম বাংলায় নিয়ে আসে নানা রকমের সুস্বাদু খাবার। বিভিন্ন রকমের খাবারের মধ্যে গ্রামবাংলায় সুস্বাদু খেজুরের রস পাওয়া যাবে। তাই এখন থেকেই ব্যস্ত শিউলিরা। চলছে খেজুর গাছের চাছা-ছোলার কাজ। ডায়মন্ড হারবারের এক শিউলি শাহজাহান শেখ বলেন, আমি ৪৩ বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, সাধারণত শীতের মৌসুম শুরু হতে নলেন গুড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এখন বাজারে নলেন গুড় হিসাবে ,যে গুড় বিক্রি হচ্ছে সেই গুড় আসল নয় সেই গুড় নকল। কিছু পরিমাণ গুড় ও চিনির মিশন করে অসাধু ব্যবসায়ীরা নলেন গুড় হিসাবে বাজারে বিক্রি করছে নকল গুড়। আসল নলেন গুড় পেতে হলে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখন মূলত খেজুর গাছ গুলিকে চাচা ছোলা করা হচ্ছে এরপর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হবে। সেই রসকে ফুটিয়ে তৈরি করা হবে সুন্দরবনের অতি পরিচিত নলেন গুড়। এই গুড় জয়নগরের প্রসিদ্ধ যে মোয়া, সেই মোয়া তৈরিতে এই গুড় ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও নানারকম সুস্বাদু মিষ্টান্ন তৈরি করতে এই গুড় ব্যবহার করা হয়। বাজারে চাহিদা রয়েছে এখন যোগান নেই। অল্প কিছুদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে নলেন গুড়। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের ঘরে ঘরে খেজুর রস আর গুড় দিয়ে নতুন পিঠা-পুলি ও পায়েস তৈরির ধুম পড়বে। আসন্ন পৌষ পার্বন-বা পিঠেপুলির উত্সবে এই খেজুর গুড় ও রসের নতুন মাত্রা আনবে।

বালির ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বালি ভর্তি ট্রাকের সাথে যাত্রী বোঝায় চায়না ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে প্রান হারায় দুই কিশোর এবং গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ে চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বীরভূমের মারগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য যে, বালি বোঝায় একটি ট্রাক রামপুরহাট থেকে নলহাটির দিকে যাচ্ছিল অন্যদিকে ৬ জন যাত্রী সহযোগে একটি চায়না ভ্যান তেজহাটি থেকে রামপুরহাটের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়েই গাড়ি দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় যার ফলে চায়না ভ্যানে থাকা ৬ জনের মধ্যে দুজন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় এবং আহত হয় অপর চারজন।এলাকাবাসীরা আহতদের তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্ণমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ভর্তি করেন।স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায় মৃত দুই জনের নাম বন্যেশ্বর লেট এবং ইন্দ্রজিৎ লেট।মৃত দুজনেই ১৪-১৫ বছর বয়সী কিশোর। দূর্ঘটনার ফলে স্থানীয় লোকজন প্রায় দু'ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়।মৃতের পরিবার সহ স্থানীয়দের বক্তব্য যে, মাড়গ্রাম থানার ডাক মাস্টার বালি বোঝায় ট্রাকটির পিছু ধাওয়া করলে ট্রাকটি দ্রুত গতিতে চলতে গিয়েই ধাক্কা মারে চায়না ভ্যানের উপর, যার ফলেই এই পথ দূর্ঘটনা। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে এই স্থানে আজকের দিনে নিহতের পরিবারের দাদু মদন লেট ও একই ভাবে পথ দূর্ঘটনার শিকার হন বলে জানান পথ দূর্ঘটনাগ্রস্থের আত্মীয় বিমল লেট। খবর পেয়ে ছুটে আসেন রামপুরহাট এসডিপিও ধীমান মিত্র। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন- পথ দূর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে সহানুভূতির সাথে ব্যাপারটা দেখা হবে। সরকারি ভাবে ইন্সুরেন্স এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের যে প্রাপ্য টাকা পাওয়া যায় তাহা দেখবো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুধের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল ট্রলিকে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ফের বেপরোয়া গতির জেরে দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলি চালককে ধাক্কা দুধ পরিবহনকারী গাড়ির ।

ফের বেপরোয়া গতির জেরে দুর্ঘটনা ঘটল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর আরামবাগ সড়কে। একটি লরিকে ও ভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টোদিক থেকে আসা একটি ট্রলিকে ধাক্কা মারল দুধ পরিবহনকারী একটি গাড়ি। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ট্রলি চালক। এই দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষন বিষ্ণুপুর আরামবাগ সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে বিষ্ণুপুরের দিক থেকে আরামবাগের দিকে যাওয়া একটি দুধ পরিবহনকারী গাড়ি গোপালপুরের কাছে প্রচন্ড গতিতে একটি দশ চাকার লরিকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে। সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটি ট্রলি যাচ্ছিল। দুধ পরিবহনকারী গাড়িটি গতি বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে উল্টো দিক থেকে আসা ট্রলিটিকে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ট্রলিটি দুধ পরিবহনকারী গাড়ির নিচে ঢুকে যায়। রাস্তার ধারে ছিটকে পড়েন ট্রলি চালক। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওই ট্রলি চালক। পরে কোতুলপুর থানার পুলিশ আহত ট্রলি চালককে উদ্ধার করে প্রথমে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে তাঁর শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে অন্যত্র রেফার করা হয়।

রক্তদান শিবির ইলামবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ইলামবাজার

আপনজন: বীরভূম ভলান্টরি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রত্যাশা তোমার আমার সবার অনুপ্রেরণায় কম্বাইন্ড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি পরিচালিত একটি রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল ইলামবাজারে। এই রক্তদান শিবিরে মোট ১৪০ জন সেনাবাহিনীর চাকরিপ্রার্থীরা রক্তদান করেন। অনুপ্রেরণার সুবাদে উপস্থিত ছিলেন ইলামবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আফরোজ সাহেব এবং বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বিশিষ্ট মানুষেরা। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এ. আর. এম. পারভেজ জানান এই রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য বিপথে হারিয়ে যাওয়া তরুণ প্রজন্মকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। দীর্ঘদিন থেকে বোলপুর ব্লাড ব্যাংকে রক্তের যোগান কম থাকায় রোগীরা তাদের প্রয়োজনে সঠিক সময়ে রক্ত পাচ্ছেন না, এই প্রসঙ্গে বোলপুর ব্লাড ব্যাংকের সুপার ড: সুধাকর মণ্ডল জানান এই রকম শৃংখলাবদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে কম্বাইন্ড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি একটি নজির স্থাপন করেছে।

পাথরপ্রতিমায় স্থায়ী সেবাকেন্দ্র

আপনজন: ভারত সেবাশ্রম সংঘ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার দূর্বাচটীর কৃষ্ণপুর গ্রামে সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে একটি স্থায়ী সেবাকেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে।

এবার ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে হোঁচট খেল বার্সেলোনা

আপনজ ডেস্ক: আবার হোঁচট খেল বার্সেলোনা। লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ থেকেও জিতে ফিরতে পারেনি জাভি এর্নান্দেজের দল। এগিয়ে গিয়েও জিততে না পারায় ম্যাচ শেষে নিজের হতাশাটা একদম লুকাতে পারেননি বার্সেলোনা কোচ জাভি এর্নান্দেজ,‘ প্রতিপক্ষের বক্সে আমাদের আরো ভালো করতে হবে। সুযোগগুলো ভালো ছিল কিন্তু আমরা জিততে পারিনি।

আমার ধারণা, আমরা দুই পয়েন্ট ছেড়ে দিয়ে এসেছি। কারণ দারুণ একটা ম্যাচ খেলেছে দল। পয়েন্ট ছুড়ে দেওয়াটা তাই হতাশাজনক।’ মেস্তায়ায় স্বাগতিকদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে বার্সা।

ম্যাচের দুটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৫ মিনিটে রাফিনিয়ার ক্রস থেকে কাতালান ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা জোয়াও ফেলিক্স। ৭০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া জোরালো শটে সমতা আনেন ভ্যালেন্সিয়ার হুগো গিয়ামোন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ তিন ম্যাচেই জয়হীন লা লিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। লি লিগায় নিজেদের শেষ চার ম্যাচে মোটে একটি জয় তাদের। এর মধ্যে নিজ মাঠে জিরোনার কাছে বাজেভাবে হেরেছে তারা। শুধু ঘরোয়া লিগ নয় চ্যাম্পিয়নস লিগেও হতাশ করেছে তারা। যদিও শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়েছে কাতালানরা। তবে গ্রুপের শেষ ম্যাচে বেলজিয়ামের অখ্যাত ক্লাব রয়াল অ্যান্টওয়ার্পের কাছে হেরে যাওয়ায় জাভির কোচিংকেই ফেলেছে প্রশ্নের মুখে।

এই ড্রয়ের পরও অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদকে টপকে পয়েন্ট তালিকায় তিনে উঠে এসেছে বার্সেলোনা। দ্বিতীয়স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে চার এবং মৌসুমের বিস্ময় জিরোনার চেয়ে এখনও ছয় পয়েন্ট পেছনে জাভি এর্নান্দেজের দল। শীর্ষ দুই দল ম্যাচও খেলেছে কাতালানদের চেয়ে একটি কম। লা লিগার অন্য ম্যাচে অ্যাথলেতিক বিলবাওয়ের মাঠে ২-০ গোলে হেরেছে অ্যাতলেতিকো। সেভিয়া নিজ মাঠে গেতাফের কাছে হেরেছে ৩-০ ব্যবধানে।

১৩ ম্যাচে মাত্র ২ জয়, ৬৭ দিন পরই বরখাস্ত কোচ

আপনজন ডেস্ক: বলা হয়ে থাকে, কোচদের ব্যাগ সব সময় গোছানোই থাকে। এক রোববারে সমর্থকেরা যে মানুষকে দেবতাজ্ঞান করে, পরের রোববারে সেই মানুষকেই বিদায় নেওয়ার জন্য তারা অভিশাপ দিতে থাকে। এমন চড়াই-উতরাইয়ের জীবনই যেন কোচদের নিয়তি। প্রতি মৌসুমে বড় কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে একটা দলের দায়িত্ব নেন তাঁরা, কিন্তু মাঝমৌসুমেই সেসব স্বপ্নের জলাঞ্জলি দিয়ে বিদায় নিতে হয় অনেককে। কেউ কেউ অন্য দলের দায়িত্ব নিতে চাকরি ছাড়লেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাঁটাই হয়ে বিদায় নিতে হয় কোচদের।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এখন পর্যন্ত চাকরি থেকে বিদায় নিয়েছেন ২০ জন কোচ, যে তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন সেভিয়ার কোচ দিয়েগো আলোনসো। দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতার দায়ে দায়িত্ব নেওয়ার ৬৭ দিনের মাথায় ছাঁটাই করা হয়েছে এই কোচকে। গত অক্টোবরে আলোনসোকে দায়িত্ব দেয় সেভিয়া। কিন্তু তিনি আসার পর লা লিগায় মাত্র দুটি ম্যাচে জিততে পেরেছে ক্লাবটি। চলতি মৌসুমে লা লিগায় ১৬ ম্যাচে ২ জয়, ৭ ড্র ও ৭ হারে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে আছে সেভিয়া। এমন পারফরম্যান্সে এখন অবনমনের শঙ্কাতে ক্লাবটি। অবনমন অঞ্চলে থাকা ১৮তম দল কাদিজের পয়েন্টও এখন ১৬ ম্যাচে ১৩। এমনকি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়েও সেভিয়া সর্বশেষ ১৩ ম্যাচের মাত্র ২টিতে জিতেছে। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে সবার শেষে থেকে ছিটকে গেছে ক্লাবটি। গ্রুপ পর্বে ৬ ম্যাচ খেলে কোনো জয়ই পায়নি সেভিয়া। দুটি ড্রয়ের বিপরীতে আছে ৪ হার। দলের এমন পারফরম্যান্সের পর দায়িত্ব থাকলে সেটাই অস্বাভাবিক ব্যাপার হতো। শেষ পর্যন্ত হেতাফের কাছে গতকাল ৩-০ গোলে হারের পর তাঁকে বিদায় দিয়ে দিল সেভিয়া। হেতাফে ম্যাচ শেষ হওয়ার অল্প কিছু সময়ের মধ্যে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানায় সেভিয়া। এক বিবৃতিতে তারা জানায়, ‘দিয়েগো আলোনসোকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ এবং ভবিষ্যতের জন্য আমরা তাঁকে শুভকামনা জানাচ্ছি।’ এদিকে আলোনসোর বদলে কে দায়িত্ব নেবেন, তা এখনো জানায়নি সেভিয়া। লা লিগায় আগামী মঙ্গলবার গ্রানাদার বিপক্ষে নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে সেভিয়া। লা লিগায় আলোনসোসহ এখন পর্যন্ত ৬ জন কোচ ছাঁটাই হয়েছেন। এমনকি সেভিয়া ও ভিয়ারিয়ালই এর মধ্যে ছাঁটাই করেছে দুজন করে কোচ। এর আগে ভিয়ারিয়াল কুইকে সেতিয়েন ও পাচেতাকে, আলেমরিয়া ভিনসেন্ট মোরেনোকে, সেভিয়া হোসে লুইস মেন্দিলিভারকে এবং গ্রানাদা পাকো লোপেজকে ছাঁটাই করেছে।

গোয়ায় চার্চিলের বিরুদ্ধে ১ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ল মহামেডান। ফলাফল ০-০। এদিন ড্র করার পরও ১০ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ শীর্ষে সাদা কালো ব্রিগেড।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে সর্বনিম্ন রানে থামিয়ে ভারত জিতল ২০০ বল হাতে রেখে

আপনজন ডেস্ক: ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সব সময়ই বিপজ্জনক দল। গোলাপি দিনের ক্রিকেটে সেটা যেন আরও বেশি। স্তন ক্যানসারের সচেতনতায় এক দশক ধরে ‘পিংক ডে’ ওয়ানডে আয়োজন করে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখানে প্রথম ১১ ম্যাচের ৯টিতেই জিতেছে স্বাগতিকেরা। তবে নতুন মৌসুমের প্রথম ‘পিংক ডে’ ক্রিকেটে উল্টো দক্ষিণ আফ্রিকাকেই ভুগিয়েছে ভারত। অর্শদীপ সিং ও আবেশ খানের বোলিং তোপে মাত্র ১১৬ রানে অলআউট হয় প্রোটিয়ারা। ভারত লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৮ উইকেটে আর ২০০ বল হাতে রেখে। এটি ওয়ানডেতে বলের হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় বড় হার।

জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকা অস্বস্তিকর রেকর্ডের মুখোমুখি হয়েছে ম্যাচের প্রথম ইনিংসেই। আগে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫২ রানে ৬ উইকেট হারায় প্রোটিয়ারা, যা তাদের ওয়ানডে ইতিহাসে ঘরের মাঠে সবচেয়ে কম রানে ৬ উইকেট হারানোর ঘটনা। পরে আন্দিলে ফিকোয়াওয়ের চেষ্টায় দলগত রান তিন অঙ্কে গেলেও থেমে যেতে হয় ১১৬ রানে। ঘরের মাঠে যেকোনো দলের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বনিম্ন সংগ্রহ এটি। আগেরটি ছিল ২০১৮ সালে ভারতেরই বিপক্ষে ১১৮ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের সর্বনিম্ন রানে অলআউট করে দেওয়ার পথে মূল ভূমিকা দুই ভারতীয় পেসার অর্শদীপ ও আবেশের। এর আগে তিনটি ওয়ানডেতে কোনো উইকেট না পাওয়া অর্শদীপ এই ম্যাচে তুলে নেন ৩৭ রানে ৫ উইকেট। ৮ ওভার বল করে ৩ মেডেনসহ ২৭ রানে ৪ উইকেট আবেশের।

রান তাড়ায় নেমে চতুর্থ ওভারেই উইয়ান মাল্ডারের বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে হারায় ভারত। তবে অভিষিক্ত সাই সুদর্শনকে নিয়ে পাল্টা প্রোটিয়া বোলারদের ওপর চাপ তৈরি করেন শ্রেয়াস আইয়ার। দুজনের ৭৩ বলে ৮৮ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটি থামে ফিকোয়াওয়ের বলে আইয়ারের আউটে। ফেরার আগে ৪৫ বলে ৫২ রান করে যান আইয়ার। সুদর্শন মাঠ ছাড়েন ৪৩ বলে ৫৫ রানে অপরাজিত থেকে।

১৭তম ওভারের চতুর্থ বলে তিলক ভার্মা ভারতের জয়ের রান তুলে নিলে ২০০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ হারে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২১৫ বল আগে হেরেছিল তারা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২৭.৩ ওভারে ১১৬ (ফিকোয়াও ৩৩, জর্জি ২৮, মার্করাম ১২; অর্শদীপ ৫/৩৭, আবেশ ৪/২৭)।
ভারত: ১৬.৪ ওভারে ১১৭/২ (সুদর্শন ৫৫*, আইয়ার ৫২; ফিকোয়াও ১/১৫, মাল্ডার ১/২৬)।
ফল: ভারত ৮ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচসেরা: অর্শদীপ সিং।

আমিরাতকে উড়িয়ে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের যুবারা

আপনজন ডেস্ক: প্রায় চার বছর আগেই বিশ্বজয় করে ফেলেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। কিন্তু মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা এশিয়া কাপের ট্রফিটা এত দিন ধরা দেয়নি বাংলাদেশের যুবাদের হাতে। সেই অপূর্ণতাও ঘুচে গেল আজ। দুবাইয়ে আজ ফাইনালে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়েই প্রথমবার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ওপেনার আশিকুর রহমানের ১২৯ রানে ভর করে ৮ উইকেটে ২৮২ রান তুলেছিল বাংলাদেশের যুবারা। রান তাড়ায় আমিরাতকে ২৪.৫ ওভারে ৮৭ রানে অলআউট করে বাংলাদেশ জিতেছে ১৯৫ রানে। তিন পেসার মারুফ মৃধা, ইকবাল হোসেন ও রোহানাত দৌলা মিলেই ধসিয়ে দেন আমিরাতের ইনিংস। শুরুটা করেন মারুফ। এই বাঁহাতি পেসার পঞ্চম ওভারে ফিরিয়ে দেন আমিরাতের ওপেনার আর্যাংশ শর্মাকে। নিজের পরের ওভারেই মারুফ আরেক ওপেনার অক্ষত রাইয়ের উইকেট উপড়ে ফেলেন। এরপর কাজে নামেন রোহনাত। টানা তিন ওভারে এই মিডিয়াম পেসার তুলে নেন তানিশ সুরি, ইথান ডি'সুজা ও আমিরাত অধিনায়ক আইয়ান আফজাল খানকে। ২৫টি ওয়ানডে ও ২১টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা আইয়ান যখন উইকেটকিপার আশিকের ক্যাচ হলেন আমিরাতের স্কোর ৪৫/৫। আমিরাত ষষ্ঠ ও সপ্তম উইকেট হারায় ১৫তম ওভারে । টানা দুই বলে যাযিন রাই ও আম্মার বাদামিকে তুলে নেন ইকবাল হোসেন। পেসাররা টানা ৭ উইকেট নেওয়ার পর দৃশ্যপটে আসেন এক স্পিনার। অফ স্পিনার শেখ পারভেজ হার্দিক রাইকে বোল্ড করে আমিরাতের স্কোরটাকে ৭১/৮ বানিয়ে ফেলেন।

মারুফ মৃধা আবার আক্রমণে এসে নবম উইকেটটি তুলে নেওয়ার পর শেখ পারভেজ শেষ উইকেটটি তুলে নিতেই এশিয়া জয়ের উৎসবে মাতেন বাংলাদেশের যুবারা। আমিরাতের ইনিংসে যা একটু প্রতিরোধ গড়েন ধ্রুব পরাশর। চারে নামা ব্যাটসম্যান করেছেন সর্বোচ্চ ২৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ অ-১৯ দল: ৫০ ওভারে ২৮২/৮ (আশিকুর ১২৯, রিজওয়ান ৬০, আরিফুল ৫০, মাহফুজুর ২১; আইমান ৪/৫২, ওমিদ ২/৪১)।
আরব আমিরাত অ-১৯ দল: ২৪.৫ ওভারে ৮৭ (পরাশর ২৫*, অক্ষত ১১; রোহানাত ৩/২৬, মারুফ ৩/২৯, পারভেজ ২/৭, ইকবাল ২/১৫)।
ফল: বাংলাদেশ অ-১৯ দল ১৯৫ রানে জয়ী।

ছেলেদের মোবাইল আসক্তি কমিয়ে মাঠমুখি হওয়ার আহ্বান, কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ● হাড়োয়া

আপনজ ডেস্ক: উঃ ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বারাসাত -২ ব্লকের কীর্ত্তিপুর -২ অঞ্চলের খড়িবেড়িয়া ইয়ং স্টার ক্লাবের পরিচালনায় রক্তদান উৎসব ও দিবারাত্রি ১৬ দলীয় মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ, পঃবঃ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন এর রাজ্য সভাপতি,স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য তথা জেলার বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, প্রখ্যাত খেলোয়াড় নাজিবুল হক,বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সমীক রায় অধিকারি, বারাসাত পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মান্নান আলি, সাহাবুদ্দিন আলি, ছাত্রনেতা অভীক মজুমদার, জনপ্রতিনিধি সাবিনা খাতুন, সহিদুল ইসলাম,আসাদ আলী মোল্লা, দীপু মন্ডল, হাজী মুসা মোল্লা,ফারুক আলী, রসিদুল সুন্নী, মাফিজুর রহমান, আসফাক আহমেদ প্রমুখ।

চাপে থাকা জাভির পাশে রিয়াল কোচ আনচেলত্তি

আপনজন ডেস্ক: লা লিগা এখন মাঝপথে, চ্যাম্পিয়নস লিগ গড়িয়েছে নকআউট পর্বে। এমন সময়েই কি না ধুঁকতে শুরু করেছে বার্সেলোনা। লা লিগায় আগের সপ্তাহে জিরোনার কাছে ৪-২ গোলে হারার পর গতকাল ভ্যালেন্সিয়ার মাঠ থেকে ১-১ গোলের ড্র নিয়ে ফিরেছে তারা। এর আগে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে অ্যান্টওয়ার্পের কাছে হেরেছে ৩-২ গোলে।

অ্যান্টওয়ার্পের কাছে হারটিতে তেমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি বার্সার। গ্রুপ পর্বের শীর্ষ দল হিসেবেই শেষ ষোলোতে উঠেছে তারা। কিন্তু লা লিগায় পরপর দুই ম্যাচে হার ও ড্রয়ে শিরোপা লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ক্যাম্প ন্যুয়ের দলটি। ১৭ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে তারা আছে তৃতীয় স্থানে। কিন্তু শীর্ষে থাকা জিরোনার চেয়ে পিছিয়ে আছে ৬ পয়েন্টে। ১৬ ম্যাচ খেলে জিরোনার পয়েন্ট ৪১। সমান ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ দ্বিতীয় স্থানে। ১৬ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ আছে চতুর্থ স্থানে।

পরিস্থিতি যখন এমন, কোচ জাভি হার্নান্দেজ আছেন খুব চাপে। ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচের আগেই জাভি বলেছিলেন, বার্সেলোনার পরিবেশ দেখে এমন মনে হচ্ছে, যেন তাঁর বাবা বা মা মারা গেছেন এবং তাঁদের শেষকৃত্য চলছে।

ভ্যালেন্সিয়ার সঙ্গে ড্র করে গতকাল বার্সেলোনা পয়েন্ট হারানোর পর পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আরও বাজে হয়েছে। অনেকে তো মনে করছেন, বার্সেলোনাতে জাভির সময় ফুরিয়ে আসছে। যদিও জাভি নিজে এমনটা এখনো ভাবছেন না। জাভিকে গ্রেট কোচ মনে করেন কার্লো আনচেলত্তি

জাভিকে গ্রেট কোচ মনে করেন কার্লো আনচেলত্তিটুইটার

জাভির এমন চাপের সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন বার্সেলোনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। লা লিগায় আজ বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ২টায় নিজেদের মাঠে ভিয়ারিয়ালের মুখোমুখি হবে রিয়ার। এই ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে বার্সা ও জাভির দুর্গতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল আনচেলত্তিকে। সেই প্রশ্নের উত্তরে জাভিকে সময়ের অন্যতম সেরা কোচ বলে দাবি করেছেন রিয়ালের ইতালিয়ান কোচ।

আনচেলত্তি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘সমালোচনা শোনাটা কোচদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপারই। আমাদের এটা মেনে নিতে হবে। ন্যায্য বা অন্যায্য হোক, অনেকেই সমালোচনা করাটাই বেছে নেয়। কোচদের শুধু ফলের মাধ্যমেই বিচার করা হয়। কেউ কোচের পদ্ধতি বা ড্রেসিংরুম সামলানোর বিষয়টি বিবেচনা করে না। জাভি এটা ভালো করেই জানে। আমার কাছে সে একজন গ্রেট কোচ।’

লায়ন অপরাজিত ৫০০

আপনজ ডেস্ক: ২০০১ সালের ১৯ মার্চ। পোর্ট অব স্পেন ইতিহাস গড়লেন কোর্টনি ওয়ালশ। দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক ক্যালিসকে এলবিডব্লু করে ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেসার।

২২ বছর পর আজ ওয়ালশের প্রতিষ্ঠিত ৫০০ উইকেটের ক্লাব পেয়ে গেল অষ্টম সদস্য। পার্থ টেস্টের চতুর্থ দিনে আজ পাকিস্তানের ফাহিম আশরাফকে রিভিউ নিয়ে এলবিডব্লু করে ৫০০তম উইকেটটি পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অফ স্পিনার নাথান লায়ন। সেই লায়ন যিনি কিনা টেস্ট ক্রিকেটে নিজের প্রথম বলেই ফিরিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারাকে।

২০১১ সালে টেস্ট অভিষিক্ত লায়ন ৫০০ ক্লাবে দ্বিতীয় অফ স্পিনার। প্রথমজন টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মুত্তিয়া মুরালিধরন। ১২৩তম ম্যাচে ৫০০তম উইকেটটি পেলেন লায়ন। ম্যাচের হিসেবে পঞ্চম দ্রুততম এই অস্ট্রেলীয়। ৮৭ ম্যাচে ৫০০ ছুঁয়ে এই রেকর্ডেও সবার ওপরে মুরালিধরন। দ্রুততম ৫০০ উইকেটশিকারিদের তালিকায় মুরালিধরন ছাড়া লায়নের ওপরে আছেন ভারতের লেগ স্পিনার অনিল কুম্বলে (১০৫ ম্যাচ), অস্ট্রেলিয়ার লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন (১০৮) ও অস্ট্রেলিয়ার পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা (১১০)।

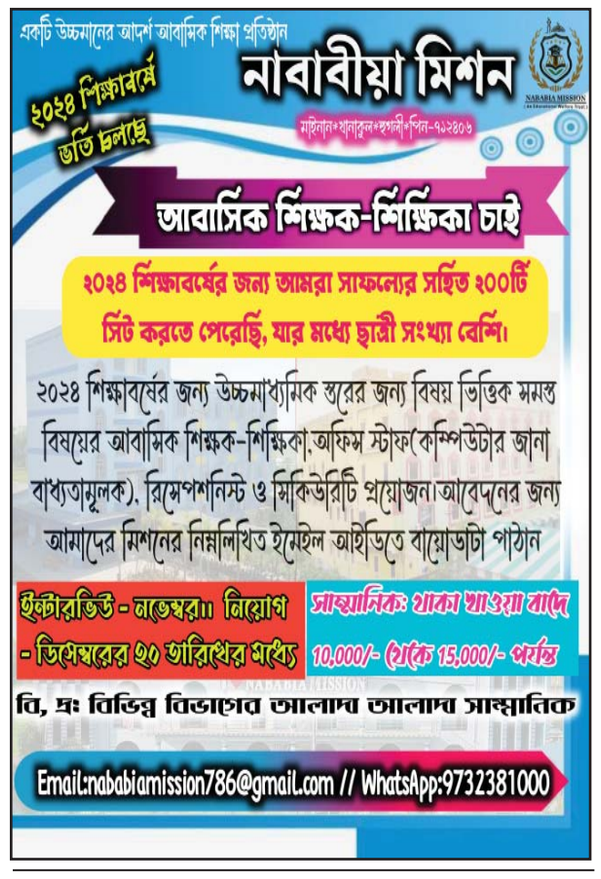

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**